# محرمات استهان بها كثير من الناس

ترجمة

محمد شفت الرحمن

# কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে নগণ্য ভাবে, তা থেকে সতর্কতা অপরিহার্য

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

E.mail : Sultanah22@hotmail.com

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH

Tel:4240077 Fax:4251005 P.O.Box:92675 Riyadh:11663 K.S.A. E-mail: sultanah22@hotmail.com

# محرمات استهان بها كثير من الناس
# কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে নগণ্য ভাবে

**إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.**

## ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই এবং আমাদের আত্মার মন্দ ও নোংরা আমল থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে ভ্রষ্ট করার কেউ নেই এবং তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়েত দানকারীও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল।

পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ কিছু কাজ ফরয করেছেন, যা নষ্ট করা বৈধ নয়। কিছু সীমা নির্ধারিত করেছেন, যা লঙ্ঘন করা জায়েয নয় এবং কিছু বস্তু হারাম করেছেন, যাতে পতিত হওয়া ঠিক নয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

**ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذة الآية: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}** رواه الحاكم وحسنه الألباني

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাঁর গ্রন্থে যা হালাল করেছেন, তা-ই হল হালাল এবং যা হারাম করেছেন, তা-ই হল হারাম। আর যেগুলো সম্পর্কে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা কেবল দয়াপূর্বক, ভুলে গিয়ে নয়। অতএব আল্লাহর দয়াকে তোমরা গ্রহণ করে নাও। তিনি অবশ্যই ভুলেন না। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করেন। যার অর্থ "আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন।" (ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।) শরীয়তের হারাম জিনিসগুলো হল মহান আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমা। "এই হল আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমা। অতএব এর ধারে কাছেও যেও না।" সূরা বাক্বারাহঃ ১৮৭) তাকে আল্লাহ ধমক দিয়েছেন, যে তাঁর সীমা অতিক্রম করে এবং তাঁর হারামকৃত জিনিসে পতিত হয়। যেমন তিনি বলেন,

{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (النساء: ١٤)

অর্থাৎ, "যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য হবে অপমানজনক শাস্তি।" (সূরা নিসাঃ ১৪) হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকা যে অপরিহার্য, তা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর (নিম্নের) বাণীর দ্বারা প্রমাণিত,

((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ماستطعتم)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "যে জিনিস থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি, তা থেকে তোমরা বিরত থাক। আর যা করতে আদেশ করেছি, তা সাধ্যানুসারে কর।" (মুসলিম) তবে বাস্তবে যা লক্ষ্য করা যায়, তা হল এই যে, অনেকে যারা স্বীয় প্রবৃত্তির পূজা করে, মন যাদের দুর্বল এবং জ্ঞান যাদের স্বল্প, তারা যখন বার বার হারাম জিনিসের কথা শোনে, তখন তারা অস্থির হয়ে এইভাবে তাদের বেদনা প্রকাশ করে যে, প্রত্যেক জিনিসই হারাম? এমন কোন জিনিস নেই, যাকে তোমরা হারাম বল না। তোমরা আমাদের জীবনটাকে তিক্ত করে তুলেছো, আমাদের জীবনযাপনকে অস্থির করে তুলেছো এবং আমাদের অন্তরকে সংকীর্ণ করে দিয়েছো। "হারাম হারাম" এ ছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই নেই। অথচ দ্বীন অতি সহজ। তাতে রয়েছে প্রশস্ততা। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। এদের প্রতিবাদ করে বলব, অবশ্যই মহান আল্লাহ যেভাবে চান নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। তিনি যা ইচ্ছা হালাল করেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেন। আর আমাদের নিকট তাঁর দাসত্বের দাবী হল, তাঁর নির্দেশকে হৃষ্টচিত্তে পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া।

পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান তাঁর জ্ঞান, কৌশল ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। খেল-তামাশা ও অনর্থক নয়। যেমন তিনি বলেন,

{ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} الأنعام:١١٥

অর্থাৎ, "আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আনআমঃ ১১৫) আর মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমন নিয়ম-কায়দাও বলে দিয়েছেন, যার উপর হালাল ও হারাম প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি বলেন,

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} لأعراف: ١٥٧

অর্থাৎ, "তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ।" (সূরা আনআমঃ ১৫৭) অতএব পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম। আর হালাল ও হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কাজেই কেউ যদি এই অধিকারের দাবী করে, অথবা অন্য কারো এই অধিকার আছে বলে মনে করে, তবে সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে এমন বড় কুফরী সম্পাদনকারী রূপে বিবেচিত হবে। আল্লাহ বলেন,

{ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}

(لشورى:٢١)

অর্থাৎ, "তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি?।" (সূরা

শোরাঃ ২১) তাছাড়া কিতাব ও সুন্নাহর বিশেষ জ্ঞান রাখে এমন জ্ঞানীজন ব্যতীত হালাল ও হারাম সম্পর্কে কথা বলা, অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। যারা জ্ঞান ছাড়াই এ ব্যাপারে কথা বলে, তাদের সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী ঘোষিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (النحل:١١٦)

অর্থাৎ, "তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম।" (সূরা নাহলঃ ১১৬) অকাট্য হারাম জিনিসগুলি তো কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} (الأنعام:١٥١)

অর্থাৎ, "আপনি বলুন, এসো, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার কর না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর এবং স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা কর না।" (সূরা আনআমঃ ১৫১) অনুরূপ সুন্নাতেও অনেক হারাম জিনিসের উল্লেখ হয়েছে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর বাণী,

(( إن الله حرّم الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) رواه أبوداود متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه)) رواه الدارقطني وهو حديث صحيح

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ মদ, মৃত জীব, শূকরের মাংস এবং মূর্তি পূজা হারাম করেছেন।" (হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন।) তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ যখন কোন জিনিসকে হারাম করেন, তখন উহার মূল্যও হারাম করেন।" (দার কুতনী, হাদীসটি বিশুদ্ধ।) আর কুরআনের অনেক আয়াতে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ বিশেষ হারাম জিনিসগুলি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন আল্লাহ খাদ্যজাতীয় হারামের কথা উল্লেখ করে বলেন,

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} (المائدة: ٣)

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। তা ছাড়া যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে বলি দেওয়া হয়। আর সেই সাথে জুয়া খেলার মাধ্যমে ভাগ্য সম্পর্কে জেনে নেওয়াও তোমাদের

জন্য যায়েয নয়।" (সূরা মায়েদাঃ ৩) অনুরূপ মহান আল্লাহ কোন কোন্ মহিলাদের সাথে বিবাহ করা হারাম তার উল্লেখ করে বলেন,

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (النساء:٢٣)

অর্থাৎ, "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সেই মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতা। (সূরা নিসাঃ ২৩) অনুরূপ আল্লাহ হারাম উপার্জনের কথা উল্লেখ করতঃ বলেন,

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} (البقرة: ٢٧٥

অর্থাৎ, "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন।" (সূরা বাক্বারাহঃ ২৭৫) তাছাড়া মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যধিক অনুকম্পাশীল। তাই তিনি অনেক প্রকারের অসংখ্য পবিত্র জিনিস আমাদের জন্য হালাল করেছেন। আর এ জন্যই বৈধ ও হালাল জিনিসের সঠিক সংখ্যার বর্ণনা দেন নি। কেননা, উহা অসংখ্য। পক্ষান্তরে অবৈধ ও হারাম জিনিসগুলির পরিসংখ্যান বর্ণনা করে দিয়েছেন, যাতে আমরা সে, সম্পর্কে অবহিত হয়ে, তা থেকে বাঁচতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام:١١٩)

অর্থাৎ, "আল্লাহ ঐসব জিনিসের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন; কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও।" (সূরা আনআমঃ ১১৯) আর পবিত্র জিনিসগুলির হালাল হওয়ার ঘোষণা সাধারণভাবে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً} (البقرة:١٦٨)

অর্থাৎ, "হে মানবমন্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর।" (সূরা বাক্বারাহঃ ১৬৮) আর এটা আল্লাহরই রহমত যে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের এই গুণ নির্ধারিত করেছেন যে, উহা হালাল, যতক্ষণ না উহা হারাম হওয়ার প্রমাণ থাকবে। এটা হল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর বিশেষ উদারতা। কাজেই আমাদের উচিত হল, তাঁর আনুগত্য, প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

অনেক মানুষের সামনে যখন হারাম জিনিসের বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যান পেশ করা হয়, তখন তারা শরীয়তী বিধানের কারণে আন্তরিক সংকীর্ণতা অনুভব করে। তারা কি চায় যে, তাদের সামনে সমস্ত প্রকারের হালাল জিনিসগুলি গুণে গুণে পেশ করা হোক, যাতে তারা তুষ্ট হয় যে, দ্বীন আসলেই সহজ? তারা কি চায় যে, তাদের সামনে যাবতীয় প্রকারের পবিত্র জিনিসগুলি গুণে গুণে পেশ করা হোক, যাতে তারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে যে,

শরীয়ত তাদের জীবনকে অতৃপ্ত করতে চায় না? তারা কি শুনতে চায় যে, যবাইকৃত উটের, গরুর, ছাগলের, খরগোশের, হরিণের, পাহাড়ী ছাগলের, মুরগীর, পাতিহাঁসের, বেলেহাঁসের এবং উটপাখীর মাংস হালাল ও মৃত পঙ্গপাল ও মাছ হালাল? শাক-সব্জী, তরি-তরকারি, ফলমূল এবং যাবতীয় উপকারী শস্য ও ফলজাতীয় জিনিস হালাল? পানি, দুধ, মধু, তেল এবং সিরকা হালাল? লবণ, মশলা এবং অন্য যাবতীয় প্রকারের মশলাজাতীয় জিনিস হালাল? কাঠ, লোহা, বালি, পাথর, প্লাস্টিক, কাঁচ এবং রবার ব্যবহার করা হালাল? চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের উপর, গাড়িতে, ট্রেনে এবং পানির জাহাজে ও হাওয়াই জাহাজে আরোহণ করা হালাল? এ সি, ফ্রিজ, কাপড় ধোয়া মেশিন, শুষ্ককারী (ড্রাই) মেশিন, আটা পেষাই, খামীর, কীমা ও ফলের রস তৈরী করা মেশিন এবং ডাক্তারী, যন্ত্রবিদ্যায়, অংকে, মহাশূন্য সম্পর্কিত বিষয়ের জ্ঞান লাভে, ঘর-বাড়ি তৈরী করার কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় মেশিন, অনুরূপ পাতাল থেকে পানি, তেল, খনিজপদার্থ নিষ্কাশন ও পানি পরিশোধনের মেশিন এবং ছাপাই প্রেস ও কম্পিউটার সবই হালাল? তুলার, সুতীর, উলের, উট ইত্যাদির পশমের, বৈধ চামড়ার, নাইলনের এবং পলিয়েস্টর তৈরী পোশাক পরিধান করা হালাল? বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয়, কারো দেখা-শোনার দায়িত্ব গ্রহণ, ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব কারো উপর সমর্পণ, ছুতোর, কামারের পেশা এবং মেশিনাদি মেরামত করা ও ছাগল চড়ানোর কাজ সবই বৈধ ও হালাল? এইভাবে যদি আমরা সমস্ত বৈধ ও হালাল জিনিসের

পরিসংখ্যান করতে থাকি, তবে কোথাও কি এর শেষ আছে? জাতির হল কি, কেন এরা কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না?

যারা বলে, দ্বীন তো অতি সহজ, তাদের কথা সত্য কিন্তু এ কথা থেকে বাতিল মতলব গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, দ্বীনে সরলতার অর্থ মানুষের প্রবৃত্তি ও তাদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী নয়। বরং তা শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে। অতএব "দ্বীন সহজ"-আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তা সহজই- এই বাতিল উক্তির ভিত্তিতে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এবং শরীয়তের অনুমতিগুলো গ্রহণ করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। শরীয়তের অনুমতি যেমন, দুই নামাযকে একত্রে পড়া, সফরে নামায কসর করা ও রোযা না রাখা, ঘরে অবস্থানকারীর এক দিন এক রাত এবং মুসাফিরের তিন দিন তিন রাত মোজার উপর মসাহ করা, পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা বোধে তায়াম্মুম করা,রুগীর দুই নামাযকে একত্রে পড়া, অনুরূপ বৃষ্টির কারণে জমা করা, পয়গামদাতার জন্য পরনারীকে দর্শনের অনুমতি, কসমের কাফফারায় ক্রীতদাস স্বাধীন করা, (দশজন দরিদ্রকে) খাদ্য প্রদান, অথবা বস্ত্র দান করার মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া এবং তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে মৃত ভক্ষণ করা সহ আরো অনেক দ্বীনি ব্যাপারের সহজতা।

মুসলমানদের জেনে নেওয়া উচিত যে, হারাম জিনিসকে হারাম করার মধ্যে বহু হিকমত ও কৌশল লুক্কায়িত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ এই হারাম জিনিসের দ্বারা বান্দাদের পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে চান, তারা কি করে। এর দ্বারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। কেননা, জাহান্নামীরা এমন কামনা ও

বাসনার মধ্যে ডুবে থাকে, যদ্দ্বারা জাহান্নাম পরিবেষ্টিত। পক্ষান্তরে জান্নাতীরা এমন কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে, যদ্দ্বারা জান্নাত পরিবেষ্টিত। আর এই পরীক্ষা না থাকলে অবাধ্যজন ও অনুগতজনের মধ্যে পার্থক্য করা যেতো না। ঈমানদাররা ইসলামের বিধি-বিধান পালনের কষ্ট স্বীকার করে, নেকী লাভের আশা নিয়ে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। ফলে তাদের নিকট কষ্টকর জিনিসও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুনাফেকরা বিধি-বিধান পালন করাকে খুবই কষ্টকর মনে করে এবং নেকীর কোন আশা তাদের থাকে না, বরং নিজেদেরকে বঞ্চিত ভাবে। ফলে পালন করা তাদের জন্য শক্ত হয় এবং আনুগত্য করা খুবই কঠিন হয়। অনুগতজন হারাম জিনিস ত্যাগ করে বড় স্বস্তি অনুভব করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে তার চেয়েও উত্তম কিছু দান করেন এবং সে স্বীয় অন্তরে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করে।

প্রিয় পাঠকগণ, সংক্ষিপ্ত এই পরিসরে এমন কতিপয় হারাম জিনিস লক্ষ্য করবেন, যার হারাম হওয়ার কথা শরীয়তে প্রমাণিত এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে এর হারাম হওয়ার প্রমাণে দলীলও বিদ্যমান পাবেন। অনেক মুসলমানদের মধ্যে এই নিষিদ্ধ বস্তুর সম্পাদন ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যায়। এগুলো তুলে ধরার পিছনে আমার লক্ষ্য হল, এর হারাম হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া এবং এ থেকে বাঁচতে নসীহত করা। আল্লাহর নিকট আমার ও মুসলমান ভাইদের জন্য হেদায়েত ও তৌফীক কামনা করছি এবং তাঁর নির্ধারিত সীমার মধ্যে কায়েম থাকার সাধ্য কামনা করছি।

তিনি যেন আমাদেরকে হারাম থেকে বিরত রাখেন এবং পাপ থেকে বাঁচান। তিনিই উত্তম হেফাযতকারী এবং সর্বাধিক দয়ালু।

## আল্লাহর সাথে শির্ক করা

সাধারণতঃ এটাই হল সমুদয় হারাম বস্তুর মধ্যে অধিকতর হারাম। কারণ, আবু বাকরা (রাঃ)র হাদীসে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثا) قالوا قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله)) متفق عليه

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদেরকে মহা পাপ সম্পর্কে জানিয়ে দেব না? (তিনি এই কথাটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন) আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, তা হল, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা"। (বুখারী-মুস্লিম) তাছাড়া অন্যান্য যাবতীয় পাপ, হতে পারে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু শির্ক এমন পাপ যে, তা হতে বিশেষভাবে তাওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } النساء: ٤٨

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করে দেবেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করবেন।" (সূরা নিসাঃ ৪৮) শির্ক যদি বড় হয়, তাহলে উহা ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেবে এবং

তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। বহু মুসলিম দেশে এই (বড়) শির্ক ব্যাপকহারে বিদ্যমান।

## কবরের এবাদত

কবরের এবাদত বলতে এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত ওলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও তাঁদের নিকট ফরিয়াদ করা যে, তাঁরা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে এবং তাদের বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ } الإسراء: ٢٣

অর্থাৎ, "তোমার প্রালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁর ছাড়া অন্য কারও এবাদত কর না।" (সূরা ইসরাঃ ২৩) অনুরূপ এই মনে করে আম্বীয়া ও পূণ্যবান ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করা যে, তাঁরা নাকি এদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং এদের কষ্ট দূর করবেন। অথচ আল্লাহ বলেন,

{ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ} النمل: ٦٢

অর্থাৎ, "বল তো, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (সূরা নামালঃ৬২) আবার কেউ কেউ উঠতে, বসতে সর্ব ক্ষেত্রে স্বীয় পীর ও ওলীর নাম জপ করাকে নিজ

অভ্যাসে পরিণত করে নেয়। যখনই কোন সংকটে ও মুসীবতে পতিত হয়, তখনই কেউ ডাকে, 'হে মুহাম্মাদ' বলে। কেউ ডাকে, 'হে আলী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে হুসেন' বলে। কেউ ডাকে, 'হে বাদাবী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে জীলানী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে শাযলী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে রিফায়ী' বলে। কেউ ডাকে, 'হে ঈদরুস' বলে। অথচ আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ} الأعراف: ١٩٤

অর্থাৎ, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা।" (আরাফঃ ১৯৪) আবার অনেক কবরের পূজারী উহার তাওয়াফও করে। সেখানকার খুঁটি-খাম্বাগুলি (পবিত্র মনে করে) স্পর্শ করে। উহার চৌকাঠে চুমা দেয়। উহার মাটি মুখমন্ডলে লেপন করে। কবরকে দেখা মাত্রই সেজদায় পড়ে যায় এবং কবরের সামনে অত্যধিক নম্র ও বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন পেশ করে। যেমন, ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের, অথবা সন্তানাদির কামনার, কিংবা মুশকিল আসান হওয়া ইত্যাদির আর্জি পেশ করা। কখনো কখনো এই বলে ডাক পাড়ে যে, হে আমার সম্রাট! তোমার নিকট বহু দূর থেকে এসেছি। অতএব আমাকে নিরাশ কর না। এ দিকে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} الأحقاف: ٥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে আহ্বান করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে ? তারা তো তাদের আহ্বান সম্পর্কেও বেখবর। (সূরা আহক্বাফঃ ৫) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)) البخاري

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে আহ্বান করত, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী) আবার অনেকেই কবরে তাদের মাথা নেড়া করে। অনুরূপ অনেকেই মনে করে যে, ওলী- আওলীয়ারা (মৃত্যুর পরও) সৃষ্টি জগতের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের শক্তি-সামর্থ্য রাখেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ} يونس: ١٠٧

অর্থাৎ, "আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত কেউ নেই, তা খন্ডাবার মত। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই।" (সূরা ইউনুসঃ ১০৭) গায়রুল্লাহর নামে মানত করাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত জিনিস। যেমন, অনেকেই কবরে বাতি ও চেরাগ দেওয়ার মানত করে।

অনুরূপ গায়রুল্লাহর নামে যবাই করাও বড় শির্কের আওতায় পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন,

{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } الكوثر: ٢

অর্থাৎ, "আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন।" (সূরা কাউসারঃ২) অর্থাৎ, আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই নামে জবাই করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( لعن الله من ذبح لغير الله )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "তাঁর প্রতি আল্লাহর লানত, যে গায়রুল্লাহর নামে যবাই করে।" (মুসলিম) কখনো কখনো যবাইকৃত পশুর মধ্যে একই সাথে দুই হারাম একত্রিত হয়ে যায়। যেমন, গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবাই করা এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবাই করা। আর এই উভয় অবস্থায় যবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম। জাহেলিয়াতের ন্যায় বর্তমানেও জ্বিনের উদ্দেশ্যে যবাই করার প্রচলন রয়েছে। যেমন, কোন বাড়ি ক্রয় করলে, অথবা নির্মাণ করলে, কিংবা কোন কুয়া খনন করলে সেখানে, বা চৌকাঠে জ্বিনের ভয়ে কোন কিছু যবাই করা।

বড় শির্কের বৃহত্তম উপমা হল, আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করা, অথবা হালালকৃত বস্তুকে হারাম মনে করা, বা মনে করা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এই কাজের অধিকার রাখে। আল্লাহ কুরআনে এই বড় কুফরীর কথা উল্লেখ ক'রে বলেন,

{ اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ} التوبة: ٣١

অর্থাৎ, "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবাঃ ৩১) যখন আদী বিন হাতিম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, তারা তো তাদের এবাদত করে না। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, তারা তাদের এবাদত করে না ঠিকই, কিন্তু তারা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিসকে তাদের জন্য হালাল করলে তারাও তা হালাল মনে করে এবং আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত জিনিসকে হারাম করলে, তারাও তা হারাম মনে করে। আর এটাই হল তাদের এবাদত করা। (বায়হাক্বী) অনুরূপ আল্লাহ মুশরেকদেরকে এই বলে আখ্যায়িত করেছেন যে,

{وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} التوبة: ٢٩

"তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম মনে করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম।" (সূরা তাওবাঃ ২৯) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)} يونس: ٥٩

অর্থাৎ, "হে নবী তাদের বল, তোমরা কি কখনো এ কথাও চিন্তা করে দেখেছ যে, যে রিয্ক আল্লাহ তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন, তা হতে তোমরা নিজেরাই কোনটিকে হারাম আর কোনটিকে

হালাল করে নিয়েছ। তাদের জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন? না তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছ? (সূরা ইউনুসঃ ৫৯)

## যাদু, ভবিষ্যদ্বাণী করা ও জ্যোতিষ বিদ্যা

শির্কের প্রকারসমূহের এমন প্রকার যা সর্বত্র ছড়াছড়ি। যাদু হল কুফ্‌রী কাজ এবং সাতটি বিনাশকারী বস্তুসমূহের অন্যতম বস্তু। যাদু দ্বারা অপকার হয়, কিন্তু উপকার হয় না। এই যাদুবিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

{ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ} البقرة: ١٠٢

অর্থাৎ, "তারা তাই শিখে, যা তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের উপকার করে না।" (সুরা বাক্বরাহঃ ১০২) তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} طه: ٦٩

অর্থাৎ, "যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।" ( সূরা ত্বোহাঃ ৬৯) যাদুবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণকারী কাফের বিবেচিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ} البقرة: ١٠٢

অর্থাৎ, "সুলায়মান কুফ্‌রী করেন নি, শয়তানরাই কুফ্‌রী করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য, কাজেই তুমি কুফ্‌রী কর না।" (সূরা বাক্বারাহঃ ১০২) যাদুকর সম্পর্কে (শরীয়তী) বিধান হল তাকে হত্যা করা। আর এই বিদ্যা দ্বারা উপার্জন হবে নোংরা হারাম উপার্জন। মূর্খ, যালেম ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা অন্য মানুষের ক্ষতি করার জন্য, অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যাদুকরদের নিকট গিয়ে এই বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে। আবার অনেকেই যাদুর প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি লাভের জন্য যাদুকরের শরণাপন্ন হয়ে এই হারাম কাজ করে বসে। অথচ উচিত হল আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁর কালামের দ্বারা আরোগ্য কামনা করা। যেমন, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি।

**গণক ও জ্যোতিষী** এরা উভয়েই যদি অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, তবে মহান আল্লাহর প্রতি কুফ্‌রীকারী বিবেচিত হবে। এরা সাদা মনের মানুষের উদাসীনতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে, তাদের মাল লুটে। আর এ কাজে তারা ধোঁকাজাতীয় অনেক উপায়-উপকরণও ব্যবহার করে। যেমন, বালুর মধ্যে রেখা টানা, কড়ি চালা, অথবা হস্তরেখা দেখা, পেয়ালা এবং কাঁচের তৈরী বল ও আয়না পড়া ইত্যাদি। কোন একবার তাদের কথা সত্য হলেও ৯৯বার তাদের কথা মিথ্যা হয়। কিন্তু অজ্ঞরা কোন একবার যে এই চরম মিথ্যাবাদীদের কথা সত্য হয়, সেটাকেই স্মরণে রেখে, ভবিষ্যৎ, বিবাহ ও ব্যবসায় সুফল ও কুফল

জানতে এবং হারিয়ে যাওয়া জিনিসের খোঁজ নেওয়ার জন্য, এদের নিকটে যায়। যে ব্যক্তি এদের নিকট যায়, তার ব্যাপারে (শরীয়তী) ফায়সালা হল, সে যদি তাদের কথার সত্যায়নকারী হয়, তবে সে কাফের মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত গণ্য হবে। যার প্রমাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর (নিম্নের) বাণী,

(( من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد))

رواه الإمام أحمد

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন গণক ও জ্যোতিষীর নিকট এসে তার কথার সত্যায়ন করবে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী বিবেচিত হবে, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।" (ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন) কিন্তু যে ব্যক্তি এদের নিকট গিয়ে এ কথার-সত্যায়ন করে না যে তারা গায়েবের জ্ঞান রাখে, বরং তার উদ্দেশ্য হয় পরীক্ষা করা ইত্যাদি, তাহলে সে কাফের বিবেচিত হবে না, কিন্তু চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না। এর প্রমাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর এই বাণী,

(( من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গ্রহণ করা হয় না।" (মুসলিম) তার উপর নামায ও তাওবা ওয়াজিব হবে।

## মানুষের জীবন ও (যমীনে) সংঘটিত ঘটন অঘটনের উপর তারকারাজির প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাস প্রসঙ্গে

**عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية–على أثر سماء كانت من الليلة–فلما انصرف أقبل على الناس فقال: (( هل تدرون ماذا قال ربكم؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي و مؤمن بالكوكب)) البخاري**

অর্থাৎ, যায়েদ বিন খালেদ জোহনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়্যাতে রাতে বৃষ্টি হলে ফজরের নামাযের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সকলের দিকে সম্মুখ করে বসে বললেন, "তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন?" সকলে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই জানেন। বললেন, তিনি বলেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মুমিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি মুমিন (বিশ্বাসী) ও নক্ষত্রের প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী)। কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী) এবং নক্ষত্রের প্রতি মুমিন (বিশ্বাসী)"। (বুখারী) অনুরূপ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ভাগ্যরাশির উপর ভরসা করাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত জিনিস। যদি এই

নক্ষত্র ও কক্ষপথের প্রতিক্রিয়া আছে বলে বিশ্বাস করে, তবে সে মুশরিক গণ্য হবে। কিন্তু যদি উহা কেবল সান্ত্বনার জন্য পড়ে, তাহলে সে নাফারমান পাপী বিবেচিত হবে। কেননা, শির্কীয় জিনিস পড়ে সান্ত্বনা অর্জন জায়েয নয়। তাছাড়া এর দ্বারা শয়তান তার অন্তরে এমন বিশ্বাসও প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে, যা শির্কের অসীলা হয়ে দাঁড়াবে।

মহান স্রষ্টা যেসব জিনিসের মধ্যে কোন উপকার রাখেন নি, উহার মধ্যে উপকার আছে বলে বিশ্বাস করাও শির্কের আওতায় পড়ে। যেমন, শির্কীয় তাবিজ-কবচ, মাদুলী, কড়ি ও ধাতব দ্রব্যের কোন বালা ইত্যাদির ব্যাপারে অনেকে এই ধারণা পোষণ করে। আর এই ধারণা সৃষ্টি হয় জ্যোতিষী, অথবা যাদুকরের ইশারা-ইঙ্গিতে, বা গতানুগতিকভাবে। (উক্ত) জিনিসগুলো তারা নিজেদের গলায়, কিংবা ছেলেদের গলায় বদ-নজর থেকে বাঁচার ধারণা নিয়ে ঝুলায়। কিংবা দেহের কোন স্থানে বাঁধে, বা গাড়িতে ও বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখে। অনুরূপ বিভিন্ন প্রকারের লোহার আংটি বিপদ-আপদ থেকে বাঁচা ও তা দূর করাসহ অনেক নির্দিষ্ট জিনিসের বিশ্বাস নিয়ে পরিধান করে। আর নিঃসন্দেহে এসব হল আল্লাহর প্রতি আস্থার বিপরীত জিনিস। এতে মানুষের ব্যাধি বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া এটা হল হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা। আর যেসব তাবীজগুলো ঝুলানো হয়, উহার বেশীরভাগই হল প্রকাশ্য শির্কযুক্ত। কেননা, হয় উহাতে জ্বিন ও শয়তানের নিকট সাহায্য কামনা করা হয়ে থাকে, অথবা থাকে দুর্বোধ্য নক্সা ও অবোধগম্য লিপি। আবার অনেক দৈব্য চিকিৎসকরা কুরআনের আয়াত লিখে এবং উহার

সাথে অনেক শির্কীয় জিনিস মিশ্রিত করে। আবার অনেকেই কুরআনী আয়াত অপবিত্র নোংরা জিনিস দিয়ে, অথবা মাসিকের রক্ত দ্বারা লিখে। উল্লিখিত যাবতীয় জিনিসগুলো ঝুলানো, বা কোন কিছুতে বাঁধা হারাম। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( من تعلق تميمة فقد أشرك )) رواه أحمد

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলাল, সে শির্ক করল।" আর এই কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, এই জিনিসগুলির দ্বারা উপকার ও অপকার সাধিত হয়, তবে সে বড় শির্ক সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। কিন্তু সে যদি মনে করে যে, এগুলি কল্যাণ-অকল্যাণের উপকরণ, অথচ আল্লাহ এগুলিকে উপকরণ বানান নি, তাহলে সে ছোট শির্ক সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে এবং এটা মাধ্যমের শির্কের আওতায় পড়বে।

## লোক দেখানো এবাদত

নেক আমল (কবুল হওয়ার) শর্ত হল, রিয়া (লোক দেখানো) থেকে স্বচ্ছ ও নির্মল হওয়া এবং সুন্নত অনুযায়ী তা সম্পাদিত হওয়া। যদি কেউ কোন এবাদত লোক দেখানোর জন্য করে, তবে সে ছোট শির্ক সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে এবং তার আমল ঐরূপ নষ্ট হয়ে যাবে, যেরূপ লোক দেখিয়ে নামায আদায়কারীর নামায নষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} النساء: ١٤٢

অর্থাৎ, "অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।" (সূরা নিসাঃ ১৪২) অনুরূপ যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে আমল করে যে, তার চর্চা হোক এবংমানুষ পরস্পরকে তার খবর প্রচার করুক, তাহলে সে শির্কে পতিত হয়ে যাবে। আর এ রকম যে করে তার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথাও এসেছে। যেমন ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله به)) مسلم

অর্থাৎ, " যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য স্বীয় আমল প্রকাশ করবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে দেবেন। আর যে মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দেবেন।" (মুসলিম) (অর্থাৎ, শুনানোর উদ্দেশ্য থাকলে আল্লাহ শুনিয়ে দেবেন। আর দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে আল্লাহ দেখিয়ে দেবেন। এছাড়া আমলের কোন নেকী সে পাবে না।) আর যদি কেউ এমন এবাদত করে যার দ্বারা তার লক্ষ্য হয় আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জন, তবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। কারণ, হাদীসে কুদসীতে এসেছে যে,

(( أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) رواه مسلم

অর্থাৎ, (আল্লাহ বলেন,) "আমি শির্ককারীদের আরোপিত শির্ক থেকে একেবারে মুক্ত ও সম্পর্কহীন। কাজেই যে ব্যক্তি স্বীয় আমলে আমার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে, আমি তাকে তার শির্ক সহ বর্জন করব।" (মুসলিম) আর যদি কেউ আল্লাহর জন্যই আমল শুরু করার পর রিয়ায় উপনীত হয়ে পড়ে, এ ক্ষেত্রে সে যদি এটাকে অপছন্দ করে এবং তা দূর করার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে তার আমল বিশুদ্ধ বিবেচিত হবে। কিন্তু সে যদি এতে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়, তাহলে অধিকাংশ আলেমদের মতে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

## অশুভ ধারণা বা কুলক্ষণ প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ} الأعراف: ١٣١

অর্থাৎ, "অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয়, তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে।" ( সূরা আরাফঃ ১৩১)

আরবদের প্রথা ছিলো যে, তাদের কেউ যখন সফর ইত্যাদি করার ইচ্ছা করত, তখন একটি পাখী ধরে তাকে উডাত। যদি সে

ডান দিকে যেত, তাহলে এটাকে শুভলক্ষণ মনে করে স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করত। কিন্তু যদি সে বাম দিকে যেত, তবে এটাকে অশুভলক্ষণ মনে করে কৃত ইচ্ছা ত্যাগ করত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই কাজকে শির্ক বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

(( الطيرة شرك)) رواه الإمام أحمد

অর্থাৎ, "অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করা শির্ক।" (আহমদ)

কোন মাসকে অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করাও তাওহীদের পূর্ণতা বিরোধী (উক্ত) হারাম আক্বীদারই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। যেমন, সফর মাসে বিবাহ-শাদী না করা। প্রত্যেক মাসের শেষ বুধবারকে অশুভ মনে করা, অথবা ১৩ সংখ্যাকে, কিংবা কোন নামকে, বা ব্যাধিগ্রস্ত কোন মানুষকে দেখে অলক্ষ্মী মনে করা। যেমন, দোকান খুলতে যাওয়ার পথে কোন কানাকে দেখে অশুভ লক্ষণ মনে করে ফিরে আসা ইত্যাদি। এ সবই হচ্ছে হারাম ও শির্কীয় পর্যায়ের জিনিস। আর এই ধারণা যারা পোষণ করে, তাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর কোন সম্পর্ক নেই। তাই ইমরান বিন হুসায়েন (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,)

(( ليس منا من تطيَّر ولا تُطيِّر له، ولا تكهن ولا تُكهّن له (وأظنه قال:)

• أو سحر أو سحر له )) رواه الطبراني في الكبير

অর্থাৎ, "সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে (কোন কিছুকে) অশুভ মনে করে, বা যার জন্য করা হয়। যে ভবিষ্যদ্বাণী করে,

কিংবা যার জন্য করা হয়। যে যাদু করে, অথবা যার জন্য যাদু করা হয়। (তাবারানী) আর যদি কেউ এই ধরনের কোন ধারণায় পতিত হয়ে পড়ে, তাহলে তার কাফফারা তা-ই, যা আব্দুল্লাহ বিন আম্র রাযী আল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال أن يقول أحدهم (( اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك)) رواه الإمام أحمد

অর্থাৎ, "অশুভ-কুলক্ষণ যাকে স্বীয় কাজ থেকে ফিরিয়ে দেয়, সে অবশ্যই শির্ক করে। সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন, উহার কাফফারা কি হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, সে এই দোআ পড়বে, (আল্লাহুম্মা লা-খায়রা ইল্লা খায়রুকা অলা তায়রা ইল্লা তায়রুকা অলা লা-ইলাহা গায়রুকা) "হে আল্লাহ! তোমার মঙ্গল ব্যতীত আর কোন মঙ্গল নাই। তোমার পক্ষ হতে সুসাব্যস্ত দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কোন দুর্ভাগ্যই হতে পারে না এবং তুমি ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নাই।" (আহমদ) আর কম-বেশী অশুভ, বা কুলক্ষণের ধারণা সৃষ্টি হওয়া মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার। তবে এর উত্তম চিকিৎসা হল আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা। যেমন ইবনে মাসউস (রাঃ) বলেন,

(( وما منا إلا ( أى: إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك) ولكن الله يذهبه بالتوكل)) رواه أبوداود

অর্থাৎ, "আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে এই অশুভ ধারণায় পতিত হয় না। তবে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল রাখলে তিনি তার ঐ ধারণা দূর করে দেবেন।" (আবু দাউদ)

## গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া

পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির যে কোন নামে শপথ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টির জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন অন্যের নামে শপথ গ্রহণ করা জায়েয নয়। তবুও বহু মানুষের জবান দ্বারা গায়রুল্লাহর নামে শপথ অহরহ সংঘটিত হতে থাকে। কসম খাওয়া এক প্রকার সম্মান প্রদর্শন। অতএব এই সম্মানের যোগ্য হলেন একমাত্র আল্লাহ। ইবনে উমার (রাঃ) থেকে মার্ফু সনদে বর্ণিত যে,

(( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "শুনো, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যে একান্তই কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম খায়, অথবা চুপ থাকে।" (বুখারী) ইবনে উমার (রাঃ) থেকেই বর্ণিত যে,

(( من حلف بغير الله فقد أشرك)) رواه الإمام أحمد

অর্থাৎ, "যে গায়রুল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করল, সে শির্ক করল।" (আহমদ) আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( من حلف بالأمانة فليس منا)) رواه أبوداود

অর্থাৎ, "যে আমানতের কসম খেল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ) কাজেই কাবা, আমানত, মর্যাদা, অমুকের বরকত, অমুকের জীবন, নবী ও ওলীর সম্ভ্রম এবং পিতা-মাতার দোহাই দিয়ে ও ছেলের মাথায় হাত দিয়ে শপথ গ্রহণ করা বৈধ নয়। বরং এই ধরনের যাবতীয় কসম হারাম। কেউ এই ধরনের কোন কসম খেয়ে ফেললে, তার কাফফারা হবে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ে নেওয়া। যেমন সহী হাদীসে বর্ণিত যে,

(( من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কসম খেতে গিয়ে বলবে, লাত ও উয্যার শপথ, সে যেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ে নেয়।" (বুখারী) এই অধ্যায়েরই পর্যায়ভুক্ত আরো অনেক শির্কীয় ও হারাম কথা-বার্তা রয়েছে, যা কোন কোন মুসলমান ব্যবহার করে থাকে।যেমন বলে, আমি আল্লাহ ও তোমার আশ্রয় কামনা করছি। আমি আল্লাহ ও তোমার উপর ভরসা করি। এটা আল্লাহ ও তোমার পক্ষ থেকে। আমার আল্লাহ ও তুমি ছাড়া কেউ নেই। আমার জন্য আকাশে আল্লাহ আর যমীনে তুমি। আল্লাহ এবং অমুক যদি না হত। আমি ইসলাম মুক্ত। হায় যামানার অসফলতা! (অনুরূপ এমন সব শব্দ যদ্দ্বারা যুগকে গালি দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন বলা, এই যুগটা খুব খারাপ। এটা কুপয়া সময়। যুগ প্রতারক প্রভৃতি। কেননা, যুগকে

গালি দিলে সে গালি বর্তায় উহার স্রষ্টার উপর।) প্রকৃতির ইচ্ছা বলা, অনুরূপ এমন সব নাম যার অর্থ দাঁড়ায় গায়রুল্লাহর দাস। যেমন, আব্দুল মাসীহ। (মাসীর দাস) আব্দুন নবী (নবীর দাস)। আব্দুর রাসূল (রাসূলের দাস)। আব্দুল হুসায়েন (হুসায়েনের দাস)। আর এরই পর্যায়ভুক্ত হল তাওহীদ পরিপন্থী অধুনিক শব্দ ও পরিভাষা। যেমন বলা, ইসলামী সমাজতন্ত্র। ইসলামী গণতন্ত্র। জনসাধারণের ইচ্ছাই হল আল্লাহর ইচ্ছা। দ্বীন আল্লাহর জন্য, আর দেশ সকলের জন্য। আরব জাতীয়তাবাদের নামে। আন্দোলনের নামে।

কাউকে "রাজাধিরাজ", সমস্ত "বিচারকের বিচারক" আখ্যায় আখ্যায়িত করা, মুনাফেক ও কাফেরকে স্যার, বা মহাশয় বলা, অসন্তুষ্ট হয়ে, আক্ষেপ ও হা-হুতাশ করে "যদি" শব্দ ব্যবহার করা এবং "হে আল্লাহ যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করে দাও" বলাও হল হারামের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

## মুনাফেক ও ফাসেক লোকদের সাথে উঠা-বসা করা

ঈমান যাদের অন্তরে ভালভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি, এ রকম অনেক লোক ফাসেক ও অসৎ লোকদের সাথে উঠা-বসা করে। বরং এমন লোকদের সাথেও তারা উঠা-বসা করে, যারা শরীয়ত সম্পর্কে কটূক্তি এবং দ্বীন ও দ্বীনের ওলীদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা হারাম ও আক্বীদা হানিকর কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَ رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهُ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ} الأنعام: ٦٨

অর্থাৎ, "যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর যালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।" (সূরা আনআমঃ ৬৮) অতএব এই অবস্থায় তাদের সাথে উঠা-বসা বৈধ নয়, যদিও সম্পর্ক খুব গাঢ় হয়, অথবা তাদের ব্যবহার খুব মধুর হয় এবং তাদের জবান খুব মিষ্টি হয়। তবে কেউ যদি তাদেরকে (সঠিক পথের প্রতি) আহ্বান করার জন্য, অথবা তাদের বাতিল জিনিসের খন্ডন করার জন্য, কিংবা তাদের প্রতিবাদ করার জন্য, তাদের সাথে উঠা-বসা করে, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু সন্তুষ্ট ও চুপ থাকলে চলবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ} التوبة: ٩٦

অর্থাৎ, "তুমি যদি রাযী হয়ে যাও তাদের প্রতি, তবু আল্লাহ তায়ালা এই নাফরমান লোকদের প্রতি রাযী হবেন না।" (সূরা তাওবাঃ ৯৬)

## নামাযে অস্থিরতা

চুরির মধ্যে সব থেকে বড় অপরাধমূলক চুরি হল, নামাযের মধ্যে চুরি করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته قال: لايتم ركوعها ولا سجودها)) رواه أبوداود

অর্থাৎ, "চুরি সংক্রান্ত কাজে জড়িত লোকদের মধ্যে জঘন্য চোর হল সেই ব্যক্তি, যে তার নামাযে চুরি করে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযে আবার কেমন করে চুরি করে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, রুকু ও সেজদা সম্পূর্ণভাবে করে না।" (আবু দাউদ) নামাযে স্থিরতা না থাকা, রুকু ও সেজদার মধ্যে পিঠকে সোজা না রাখা, রুকু থেকে সম্পূর্ণভাবে না দাঁড়ানো এবং দুই সেজদার মধ্যে পূর্ণভাবে না বসা ইত্যাদি এমন সব ব্যাপার, যা অধিকাংশ মুসাল্লীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ধীরস্থিরতার সাথে নামায পড়ে না, এ রকম লোক থেকে কোন মসজিদ খালি নেই। অথচ নামাযে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা হল, একটি রুকন। উহা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)) رواه أبوداود

অর্থাৎ. "কোন মানুষের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ না তার পিঠ রুকু ও সেজদায় সোজা থাকে।" (অর্থাৎ, রুকু ও সেজদা সঠিকভাবে না করলে নামায পূর্ণ হবে না।) সঠিকভাবে রুকু ও সেজদা না করা এমন একটি অন্যায় কাজ, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য। আবু আব্দুল্লাহ আশআরী (রাঃ)

বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে নামায পড়িয়ে, তাঁদেরই একটি দলের সাথে বসেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি (মসজিদে) প্রবেশ করে নামায আরম্ভ করল এবং সে তার রুকু ও সেজদায় ঠোকর দিতে লাগল। তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন,

(( أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلاّ التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه)) رواه ابن خزيمة في صحيحه صفة صلاة النبي للألباني ١٣١

অর্থাৎ, "একে দেখছ না? এই অবস্থায় যে মারা যাবে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর মিল্লাত ব্যতীত অন্য মিল্লাতের উপর মৃত্যু বরণ করবে। এ তার নামাযে ঐরূপ ঠোকর দিচ্ছে, যেরূপ কাক রক্তের মধ্যে ঠোকর দেয়। যে ব্যক্তি রুকু ও সেজদার মধ্যে ঠোকর দেয়,(অপূর্ণ রুকু ও সেজদা করে) সে হল ঐ ক্ষুধার্তের ন্যায় যে একটি ও দুটি খেজুর খায়, তাতে কি তার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়?।" (হাদীসটি ইবনে খুযায়মাহ তাঁর সহী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আলাবানীও তাঁর "সিফাতুস সালাত" নামক কিতাবের ১৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।) যায়েদ বিন ওহাব বলেন, হুযায়ফা (রাঃ) একজন লোককে অপূর্ণ রুকু ও সেজদা করতে দেখলেন। লোকটি নামায শেষ করলে, হুযায়ফা তাকে বললেন, তোমার নামায হয় নি। যদি তুমি এই অবস্থায় মারা যাও, তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর তরীকার বাইরে মারা

যাবে।"(বুখারী) যে ব্যক্তি নামাযে ধীরস্থিরতা ত্যাগ করবে, সে যখন এর বিধান জানবে, তখন তার উচিত হবে, যে ফরয নামাযের সময় এখনও বাকী আছে, তা পুনরায় পড়ে নেওয়া এবং যা অতিবাহিত হয়ে গেছে, তার জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করা। বিগত সমস্ত নামায পুনরায় পড়ার দরকার নেই। কারণ, হাদীসে এটাই প্রমাণিত। (অর্থাৎ, কেবল সেই নামাযটাই পুনরায় পড়তে বলা হয়েছে, যেটা পড়া হচ্ছিল। যেমন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একজনকে অসম্পূর্ণ নামায পড়তে দেখে তাকে কেবল সেই নামাযটা পুনরায় পড়তে বললেন।) তিনি বললেন, "যাও, ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়, তোমার নামায হয় নি।"

## নামাযে অনর্থক কাজ ও খুব বেশী নড়া-চড়া করা

এটাও এক এমন ব্যাধি যাতে বহু নামাযী আক্রান্ত। কারণ, "আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।"( সূরা বাক্বারাহঃ ২৩৮) আল্লাহর এই নির্দেশকে তারা সঠিকভাবে পালন করে না। অনুরূপ তারা বুঝে না আল্লাহর (নিম্নের) বাণীর সঠিক অর্থ।

{ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} المؤمنون: ١–٢

অর্থাৎ,"মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী-নম্র।" (সূরা মুমিনুনঃ ১-২) যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সেজদার স্থানের মাটি বরাবর করে নেওয়া যায় কি না এ কথা জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন,

(( لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى))

رواه أبوداود

অর্থাৎ, "যখন তুমি নামায পড়বে, তখন কোন কিছু স্পর্শ করবে না। তবে একান্তই কাঁকর-মাটি সরানোর যদি দরকার হয়, তাহলে মাত্র একবার।" উলামাগণ এ কথারও উল্লেখ করেছেন যে, বিনা প্রয়োজনে অব্যাহতভাবে খুব বেশী নড়া-চড়া করলে, নামায নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে যারা নামাযে অনর্থক কাজ করে, তাদের অবস্থা কি হতে পারে? আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কেউ তার ঘড়ির দিকে দেখে, অথবা তার কাপড় ঠিক করে, কিংবা নাকে আঙ্গুল দেয় এবং ডানে-বামে ও আসমানের দিকে তাকায়। আর এই ভয় করে না যে, তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে এবং শয়তান তার নামাযকে কেড়ে নিতে পারে।

## মুক্তাদীর ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামকে অতিক্রম (আগে আগে) করা

তাড়াতাড়ি করা হল মানুষের স্বভাব। "মানুষ হল দ্রুততা প্রিয়।" (সূরা ইসরাঃ ১১) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( التأني من الله والعجلة من الشيطان)) رواه البيهقي في السنن الكبرى

অর্থাৎ, "সবর ও অপেক্ষা করা হল, আল্লাহর পক্ষ হতে। পক্ষান্তরে (অধৈর্য হয়ে) তাড়াহুড়ো করা হল, শয়তানের কাজ।"

(বায়হাক্বী) অনেক সময় মানুষ লক্ষ্য করে থাকবে যে, তার ডানে ও বামে অনেক নামাযী, এমন কি সে নিজেও হয়তো নিজেকে লক্ষ্য করে থাকবে যে, কখনো কখনো রুকু, সেজদা, তকবীর পাঠ এবং সালাম ফিরার সময় ইমামকে অতিক্রম করছে। এই কাজটাকে অনেকেই তেমন কিছু মনে করে না। অথচ এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে কঠিন শাস্তির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন,

(( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار))

رواه مسلم

অর্থাৎ, "সে কি ভয় পায় না, যে ইমামের আগে তার মাথা উঠায়, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথা বানিয়ে দেবেন।" (মুসলিম) তাছাড়া মুসাল্লীকে শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে নামাযের জন্য আসতে বলা হয়েছে। তাহলে নামাযের মধ্যে এই আচরণ কোন্ পর্যায়ে পড়তে পারে? আবার অনেকেই মনে করে যে, ইমামের পরে করলেও তাঁকে অতিক্রম করা হয়। তাই জেনে নেওয়া উচিত যে, এ ব্যাপারে ফিক্বাহ বিশারদগণ-আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন!-একটি সুন্দর নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হল, মুক্তাদীর তখনই নড়া বা ঝোঁকা উচিত, যখন ইমামের তকবীর শেষ হয়ে যাবে। ইমামের "আল্লাহু আকবার" বলা শেষ হওয়ার পরই মুক্তাদী নড়বে। আগেও না এবং অনেক পরেও না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাঁকে অতিক্রম না করার ব্যাপারে অত্যধিক সতর্ক থাকতেন। তাই বারা বিন আযেব (রাঃ)

বলেন, তাঁরা (সাহাবারা) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর পিছনে নামায পড়তেন। যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় মাথা রুকু থেকে উঠাতেন, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে নিজের পিঠ ঝুঁকাতে দেখতাম না, যতক্ষণ না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর কপাল যমীনে রাখতেন। অতঃপর তাঁর পিছনের লোক সেজদায় যেতেন।" (মুসলিম) যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একটু মোটা হয়ে যান এবং তাঁর নড়া-চড়ার মধ্যে ধীরতা আসে, তখন তিনি মুসাল্লীদেরকে সতর্ক করে বলেন যে,

(( يا أيها الناس إني قد بدّنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود)) رواه البيهقي

"হে লোক সকল, আমি মোটা হয়ে গেছি। অতএব রুকু ও সেজদায় আমাকে অতিক্রম করো না।" (বায়হাক্বী) আর ইমামের উচিত সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে ঐভাবেই তকবীর পাঠ করা, যেভাবে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। (তিনি বলেন,)

(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع.. ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন দাঁড়ানোর সময় তকবীর বলতেন। অতঃপর যখন রুকুতে যেতেন, তখনও তকবীর বলতেন।অতঃপর সিজদার জন্য আনত হওয়াকালে, সিজদা হতে মাথা উত্তোলনকালে এবং পুনরায় সিজদায় যাওয়াকালে তকবীর বলতেন। পরে সিজদা হতে মাথা উত্তোলনকালে আবার তকবীর বলতেন এবং এইভাবেই গোটা নামায শেষ করতেন। আর দুই রাকআত পড়ে বসার পর যখন উঠতেন, তখনও একবার তকবীর বলতেন।" (বুখারী) যখন ইমামের তকবীর তার নড়া-চড়া অনুযায়ী ও উহার সাথে সাথেই হবে এবং মুক্তাদীরা উল্লিখিত নিয়মের যত্ন নেবে, তখন নামাযের ব্যাপারে সকলের কার্য-কলাপ ঠিক হয়ে যাবে।

## (কাঁচা)পিঁয়াজ-রসুন, অথবা দুর্গন্ধময় কোন জিনিস খেয়ে মসজিদে আসা

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } الأعراف: ٣١

অর্থাৎ, "হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও।" (আরাফঃ ৩১) আর জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসুন অথবা পিঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে, অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং নিজ ঘরে বসে থাকে।" (বুখারী) আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে,

(( من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ-রসুন, অথবা লীক (Leek) (পিঁয়াজের মত সবজি) খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা, যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়, তাতে ফেরেশতারাও কষ্ট পান।" (মুসলিম) হযরত উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) একদা জুমআর খুৎবা দেওয়াকালীন তাঁর খুৎবায় বললেন,

(( ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلاّ خبيثتين: هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "অতঃপর হে লোক সকল! তোমরা দুটি সব্জি খেয়ে থাক। আমার দৃষ্টিতে ও দুটো খারাপ জিনিস। তা হল, পিঁয়াজ-

রসুন। আমি দেখেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মসজিদে কোন লোকের মুখ থেকে এর গন্ধ পেলে তাকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। তাকে বের করে বাকী নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হত। তাই যে ব্যক্তি এই দুটো জিনিস খেতে চায়, সে যেন রান্না করে গন্ধ দূর করে নেয়।" (মুসলিম) আর তারাও এই (পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসার) আওতায় পড়ে, যারা তাদের কাজ সেরে সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করে আর তখন তাদের বগল ও মোজা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। আর এর থেকেও জঘন্য হল ধূমপানকারীদের ব্যাপারটা। তারা হারাম ধূম পান করে মসজিদে প্রবেশ করে ফেরেশতা ও মুসাল্লী, আল্লাহর এই উভয় বান্দাদের কষ্ট দেয়।

## ব্যভিচার

যেহেতু ইসলামের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম লক্ষ্য হল, ইজ্জত-আবরু এবং বংশের হেফাযত করা, তাই তাতে (ইসলামে) ব্যভিচার হারাম হওয়ার কথা ঘোষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً } الإسراء: ٣٢

অর্থাৎ, "ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।" (সূরা ইসরাঃ ৩২) বরং শরীয়ত পর্দা করার ও দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়ে এবং পরনারীর সাথে নির্জনে অবস্থান ইত্যাদির হারাম হওয়ার ফরমান জারি করে ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন সমূহ মাধ্যম ও পথকে অবরোধ করে

দিয়েছে। (অনুরূপ ব্যভিচারের শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে,) ব্যভিচারী যদি বিবাহিত হয়, তবে তাকে জঘন্য ও কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা হল প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করা, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে এবং তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ঐরূপ কষ্ট অনুভব করে, যেরূপ হারাম কাজে তৃপ্তি লাভ করেছে। কিন্তু সে (ব্যভিচারী) যদি সঠিক পন্থায় বিবাহ করে সঙ্গম না করে থাকে, তবে তাকে শরীয়তী দন্ডনীতি অনুযায়ী একশতবার বেত্রাঘাত করা হবে। আর সে হবে অপমানিত। কারণ, মূ'মিনদের একটি দলের উপস্থিতিতে তাকে দন্ডিত করা হবে এবং পূর্ণ একটি বছর তাকে তার শহর থেকে ও পাপীস্থান হতে বহিষ্কার ও বিতাড়িত করা হবে।

বারযাখে (মৃত্যুর পর হাশরের আগে পর্যন্ত অবস্থানস্থল) ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীদের শাস্তি হবে এই যে, তারা উলঙ্গ অবস্থায় এমন এক চুলার মধ্যে থাকবে, যার অগ্রভাগ হবে অত্যধিক সংকীর্ণ এবং নিম্নভাগ হবে প্রশস্ত এবং উহার তলদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকবে। যখন তাদেরকে তাতে দগ্ধ করা হবে, তখন তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করবে এবং সেখান থেকে বের হওয়ার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছে যাবে। অতঃপর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন উহাতেই আবার ফিরে যাবে। আর তাদের সাথে এই আচরণ কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।

আর যে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কবরের কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং আল্লাহর তাকে অবকাশ দেওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে,

তার ব্যাপার হবে আরো জঘন্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মর্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب وعائل مستكبر)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের প্রতি তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য হবে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল, বৃদ্ধ যেনাকারী, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী দরিদ্র।" (মুসলিম) আর সব থেকে নিকৃষ্ট উপার্জন হল ব্যভিচারিণীর সেই উপার্জন, যা সে এই ব্যভিচার দ্বারা অর্জন করে। অনুরূপ যে ব্যভিচারিণী স্বীয় লজ্জাস্থানকে উপার্জনের মাধ্যম বানায়, সে বঞ্চিত হয় সেই সময়ের দোআ কবুল হওয়া থেকে যখন অর্ধরাত্রিতে আসমানের দরজা খুলা হয়। প্রয়োজন ও অভাব আল্লাহর বিধান ও আইন অমান্য করার কারণ হতে পারে না। আগে লোকে বলত যে, সম্ভ্রান্ত মহিলা ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন তার স্তনকে আহারের মাধ্যম বানায় না, তখন তার লজ্জাস্থানকে কেমনে বানাতে পারে? (অর্থাৎ, কোন শিশুকে দুধ পান করিয়ে অর্থ উপার্জন করা যদিও বৈধ, তবুও এটা কোন সম্মানজনক উপার্জন নয় বিধায় কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা ক্ষুধার্ত হলেও নিজের স্তনকে আহারের মাধ্যম বানায় না। তাহলে সে তার লজ্জাস্থানকে কেমনে উপার্জনের মাধ্যম বানাতে পারে?)

বর্তমানে তো ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সমস্ত পথ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। শয়তান তার ও তার সহচরদের কলাকৌশল ও প্রতারণার দ্বারা (অন্যায়ের) পথ সুগম করে দিয়েছে। আর নাফরমান-পাপিষ্ঠরা তার অনুসরণ করছে। ফলে (নারীদের) বেপর্দায় চলা-ফেরা ও সৌন্দর্যের প্রদর্শন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। হারাম দৃষ্টিপাতও ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। অশ্লীল সিনেমা এবং নোংরা পত্র-পত্রিকার খুব প্রচলন শুরু হয়েছে। পাপের দেশে সফর করা আধিক্য লাভ করেছে। বেশ্যাবৃত্তির বাজার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ইজ্জত-আবরু খুব বেশী লুণ্ঠিত হচ্ছে। হারাম সন্তানাদি আধিক্য লাভ করছে এবং ব্যাপকহারে গর্ভস্থ শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। তাই হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট কামনা করছি তোমার রহমতের, অনুগ্রহের এবং দোষ-ত্রুটি ঢাকার ও হেফাযতের। তুমি আমাদের হেফাযত কর যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে। পবিত্র কর আমাদের অন্তরকে, সংরক্ষণ কর আমাদের লজ্জাস্থানকে এবং আমাদের মাঝে ও হারাম জিনিসের মাঝে অন্তরায় ও বাধা খাড়া করে দাও।

## সমলিঙ্গী ব্যভিচার

লুত আলাইহিস সাল্লাম-এর জাতির এটাই ছিল জঘন্য পাপ যে, তারা পুরুষ মানুষের সাথে তার পায়ুপথে কুকর্ম করত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِن الْعَالَمِينَ ،أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ

الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} العنكبوت: ٢٩

অর্থাৎ, "আর প্রেরণ করেছি লুতকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করে নি। তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছো, রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছো? জাওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল এ কথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আনো, যদি তুমি সত্যবাদী হও" (সূরা আনকাবুতঃ২৯) তাদের এই কাজ অতীব জঘন্য, নিকৃষ্ট এবং বিপজ্জনক হওয়ার কারণে আল্লাহ চার প্রকারের আযাব প্রেরণ ক'রে তাদেরকে শায়েস্তা করেছেন। অথচ একত্রে চার প্রকারের আযাব এদের পূর্বে কোন জাতির উপর প্রেরণ করা হয় নি। আর এই আযাব হল, আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দেন। তাদের জনপদের উপরকে নীচে করে দেন। তাদের উপর স্তরে স্তরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করেন এবং তাদের উপর প্রেরণ করেন বিকট শব্দ।

ইসলামের সঠিক মতানুযায়ী এই কাজে লিপ্ত ব্যক্তির শাস্তি হল, কর্তা ও যার সাথে করা হয় উভয়কেই হত্যা করা, যদিও তাদের উভয়ের সন্তুষ্টিতে এই কাজ হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٠٠

অর্থাৎ, "যাকে লুত সম্প্রদায়ের মত কুকর্মে লিপ্ত পাবে তাকে এবং যার সাথে এ কাজ হবে তাকেও তোমরা হত্যা করে ফেলো।" (আহমদ) এই জঘন্য কাজের কারণেই বর্তমানে মহামারী ও এমন বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধির জন্ম হচ্ছে, যা আমাদের পূর্ব পুরুষদের যুগে ছিল না। যেমন, এড্‌স্‌ এর মত মারাত্মক ব্যাধি। তাই বিধানদাতা এই কু-কর্মের যে শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন, তার কৌশলগত দিকও প্রমাণিত হয়।

## স্ত্রীর বিনা কারণে স্বামীর বিছানায় আসতে অস্বীকার করা

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

(( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে আসে না, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত কাটায়। এ অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে।" (বুখারী) অনেক নারীর অভ্যাস হল যখন তার ও তার স্বামীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, তখন সে এই মনে ক'রে তার (স্বামীর) বিছানার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে যে, তাতে সে

শায়েস্তা হবে। অথচ এ থেকেই জন্ম নেয় বড় বড় ফিৎনা। যেমন, স্বামীর হারাম কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে পড়া। আবার কখনো সমস্যা স্ত্রীর উপরেই চেপে বসে যখন স্বামী তার উপর অন্য বিবাহ করাতে জেদ ধরে। সুতরাং স্ত্রীর উচিত স্বামীর আহ্বানে সত্বর সাড়া দেওয়া। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب ))

صحيح الجامع

অর্থাৎ, "যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকবে, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয়, যদিও সে উটের হাওদায় থাকে।" (সাহীহুল জামে) অনুরূপ স্বামীর উচিত স্ত্রী অসুস্থ হলে, বা গর্ভবতী হলে, অথবা কোন ব্যথাগ্রস্ত হলে, তার খেয়াল রাখা। যাতে সম্পর্ক অটুট থাকে এবং সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়।

## কোন শরীয়তী কারণ ব্যতীতই স্ত্রীর স্বামীর নিকট তালাক্ব কামনা করা

অনেক মহিলারা সামান্য ও তুচ্ছ কারণে তাদের স্বামীদের নিকট তালাক্ব কামনা করে বসে। আবার অনেক সময় স্ত্রী তালাক্ব কামনা করে যদি স্বামী তাকে তার আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ না দেয়। কখনো তাকে এই ধরনের ফিৎনা-ফ্যাসাদমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা হয় তার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে। কোন সময় সে স্বামীর সাথে এমন বাক্য দ্বারা চ্যালেঞ্জ করে যে তাতে স্বামীর শরীরের শিরাউপশিরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। যেমন সে বলে, যদি তুমি পুরুষ হও, তবে আমাকে তালাক্ব দাও। আর এ কথা কারো অজানা নেই

যে, তালাক্বের কারণে বহু ফিৎনার সৃষ্টি হয়। যেমন, সংসার ভেঙ্গে পড়ে এবং সন্তানাদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে পরে অনুতপ্ত হতে হয়, যখন অনুতপ্ত হওয়া কোন উপকারে আসে না। এ থেকে শরীয়তে তালাক্ব চাওয়া কেন হারাম তার হিকমত প্রতীয়মান হয়। সোবান (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) رواه أحمد

অর্থাৎ, "যে নারী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক্ব কামনা করে, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম।" (আহমদ) আর উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকেও মার্ফু সনদে বর্ণিত যে,

(( إنّ المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)) رواه الطبراني

অর্থাৎ, "যে মহিলারা স্বামীদের নিকট খুলআ ও তালাক্ব কামনা করে, তারাই মুনাফেক মহিলা।" (তাবারানী) তবে যদি কোন শরীয়তী কারণ থাকে যেমন, স্বামীর নামায না পড়া, নেশা জাতীয় জিনিস সেবন করা, কিংবা তাকে (স্ত্রীকে) কোন হারাম কাজে বাধ্য করা, অথবা তার প্রতি যুলুম করা, বা তার শরীয়তী অধিকার আদায় না করা আর স্বামীকে নসীহত করা সত্ত্বেও যদি কোন লাভ না হয় ও তাকে ঠিক করার কোন প্রচেষ্টাও যদি কাজে না আসে, এমতাবস্থায় স্ত্রীর তার দ্বীনের ও নাফসের মুক্তির জন্য স্বামীর নিকট তালাক্ব চাওয়া দূষণীয় হবে না।

## যিহার

"যিহার" শব্দটি মূর্খ যুগের শব্দ যা এই উম্মতের মধ্যে ব্যাপকহারে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, স্বামীর তার স্ত্রীকে বলা যে, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পীঠের মত, অথবা তুমি আমার উপর ঐরূপ হারাম, যেরূপ আমার বোন এবং এই ধরনের আরো এমন জঘন্যতম শব্দ যা শরীয়তে অতীব নিকৃষ্ট। কেননা, এতে নারীর প্রতি যুলুম হয়। আর মহান আল্লাহ এটাকে অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথা বলে আখ্যায়িত করেন,

{ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)}

المجادلة: ٢

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" (সূরা মুজাদালাহঃ ২) শরীয়তে এর কাফফারাও ভুল করে হত্যা করা ও রমযান মাসের দিনে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কাফফারার মত খুবই শক্ত ও কঠিন। যে তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত তার (স্ত্রীর) নিকটবর্তী হতে পারবে না, যতক্ষণ না কাফফারা আদায় করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

المجادلة: ٣–٤

অর্থাৎ, "যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এই, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন, তোমরা যা কর। যার এর সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এই জন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" ( সূরা মুজাদালাহঃ ৩-৪)

## মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} البقرة: ٢٢٢

অর্থাৎ, “আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না পবিত্র হয়ে যায়।” (সূরা বাক্বারাহঃ ২২২) ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করেছে। কারণ, আল্লাহ বলেন,

**{ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ } البقرة: ٢٢٢**

অর্থাৎ, “যখন তারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন।” (সূরা বাক্বারাহঃ ২২২) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর (নিম্নের) বাণীর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, এটা (মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা) অতীব ঘৃণিত অপরাধ।

**(( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )) رواه الترمذي**

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে, অথবা নারীর মলদ্বারে সহবাস করবে, কিংবা কোন গণকের কাছে যাবে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী বিবেচিত হবে, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।” (তিরমিযী) যে ব্যক্তি ভুল করে অজান্তে এই কাজ করে বসবে, তাকে কিছুই লাগবে না। কিন্তু যে ইচ্ছাকৃতভাবে ও জেনে-শুনে করবে, তাকে সেই আলেমদের উক্তি অনুযায়ী এক দীনার, বা অর্ধ

দীনার কাফফারা আদায় করতে হবে, যাঁরা কাফফারা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসকে সহী বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এক দীনার, বা অর্ধ দীনার যে কোন একটা সে আদায় করতে পারে। অন্যরা বলেছেন, যদি মাসিকের শুরুতেই এ কাজ হয়ে যায়, তবে এক দীনার লাগবে। কিন্তু যদি মাসিকের শেষে যখন রক্ত আসা কমে যায়, তখন হয়, অথবা স্ত্রীর গোসল করার পূর্বে হয়, তাহলে অর্ধ দীনার লাগবে। আর বর্তমান পরিমাণ অনুযায়ী দীনার হবে, ৪'২৫ গ্রাম সোনা। হয় এই পরিমাণ সোনা সাদক্বা করবে, অথবা প্রচলিত মুদ্রায় উহার মূল্য আদায় করবে।

## নারীর মলদ্বারে সঙ্গম করা

কতিপয় দুর্বল ঈমানের লোকেরা নারীদের মলদ্বারে সহবাস করা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে না। অথচ এটা মহা পাপের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই কাজে জড়িত ব্যক্তির প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তার প্রতি আল্লাহর লানত যে তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে।" (আহমদ ও সহীহুল জামে) বরং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে, অথবা নারীর মলদ্বারে সহবাস করবে, কিংবা কোন গণকের কাছে যাবে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী বিবেচিত হবে, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।" (তিরমিযী) অনেক সুস্থ বিবেকবান স্ত্রীরা এ কাজে অসম্মতি প্রকাশ করে। কিন্তু স্বামীরা তালাক্বের ভয় দেখায়, যদি এ কাজে রাযী না হয়। আবার অনেকে যেহেতু স্ত্রী লজ্জাবশতঃ আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, তাই তাকে এই বলে ধোঁকা দেয় ও ভুল ধারণায় পতিত করে যে, এটা হালাল। আর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর (নিম্নের) বাণী পেশ করে।

{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } البقرة: ٢٢٣

অর্থাৎ, "তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।" (সূরা বাক্বারাহঃ ২২৩) অথচ এ কথা অজানা নয় যে, সুন্নত কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বর্ণনা করে। কাজেই সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, স্বামীর যেভাবেই ইচ্ছা সে তার স্ত্রীর সামনের দিক দিয়ে ও পিছন দিক দিয়ে সঙ্গম করতে পারে, যতক্ষণ তা তার (স্ত্রীর) যোনিপথে ও প্রসবদ্বারে হবে। আর এ কথা অবোধ্য নয় যে, মলদ্বার ও পায়ুপথ সন্তানাদির প্রসবদ্বার নয়। আর এই জঘন্য পাপের অস্তিত্বের কারণ হল, মানুষ বিবাহের মত পবিত্র জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে কামনা পূরণের বিভিন্ন অবৈধ অভিজ্ঞতা নিয়ে, অথবা অশ্লীল সিনেমার নির্লজ্জকর

চিত্রে ভরা খেয়াল এবং এই ধরনের আরো অনেক জাহেলী নোংরামী নিয়ে এই জীবনে প্রবেশ করে। আর এই পাপ থেকে তাওবা না করেই বিবাহ করে নেয়। অথচ এ কাজটা (পায়ুপথে সঙ্গম করা) যে হারাম, তা কারো অজানা নয়, যদিও তা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে হয়। কারণ, উভয় পক্ষের সম্মতি কোন হারাম কাজকে  হালাল বানাতে পারে না।

## স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় না রাখা

আল্লাহ তাঁর মহান গ্রন্থে আমাদেরকে স্ত্রীদের সাথে ইনসাফ করার অসীয়ত করেছেন। তিনি বলেন,

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً}

النساء: ١٢٩

অর্থাৎ, "তোমরা কখনোও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং আল্লাহভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা নিসাঃ ১২৯) কাজেই ইনসাফ করা বলতে রাত্রি যাপনে এবং খাওয়া-পরার অধিকার আদায়ে ইনসাফ করা। ইনসাফের অর্থ এই নয় যে, আন্তরিক ভালবাসায় সমতা বজায় রাখবে। কেননা, এটা বান্দার সাধ্যের বাইরে। কোন কোন লোকের কাছে একাধিক স্ত্রী থাকলে তারা একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং অপরজনের কোন

খেয়াল রাখে না। একজনের কাছেই বেশী বেশী রাত্রি যাপন করে, বা কেবল তারই উপর খরচা করে এবং অপরজনকে একেবারে ত্যাগ করে। এটাই হল হারাম। এই কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কেমন অবস্থায় আসবে উহার উল্লেখ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এইভাবে এসেছে,

(( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقه مائل))

رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٦٤٩١

অর্থাৎ, "যার নিকট দুইজন স্ত্রী থাকবে এবং সে একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়বে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে তার একদিকের অর্ধদেহ ঝুঁকে থাকবে।" (আবু দাউদ, সহীহুল জামে ৬৪৯১)

## গায়র মাহরাম (যার সাথে তার বিয়ে হারাম নয়) মহিলার সাথে নির্জনে থাকা

শয়তান মানুষকে ফিৎনা ও হারাম কাজে পতিত করার ব্যাপারে খুবই তৎপর। আর এই জন্যেই আল্লাহ আমাদেরকে (শয়তান থেকে) সতর্ক থাকতে বলেছেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} النور: ٢١

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সে তখন

তাকে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে।" (সূরা নুরঃ ২১) শয়তান তো আদম সন্তানের সাথে মিশে থাকে। আর শয়তানের অন্যায় ও অশ্লীল কাজে পতিত করার রাস্তাসমূহের মধ্যে হল, অপরিচিতা মহিলার সাথে নির্জনে থাকা। তাই শরীয়ত এই রাস্তার অবরোধ করেছে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে যে,

(( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)) رواه الترمذي

"কোন পুরুষ যখন গায়র মাহরাম মহিলার সাথে একান্তে থাকে, তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান।" (তিরমিযী) আর ইবনে উমার (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

(( لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان))

رواه مسلم

অর্থাৎ, "আজকের দিনের পর কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার নিকট তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রবেশ না করে। তবে যদি তার সাথে অন্য একজন, বা দুজন থাকে, তাহলে কোন দোষ নেই।" (মুসলিম) কোন মানুষের জন্য গায়র মাহরাম মহিলার সাথে ঘরে, অথবা রুমে, কিংবা গাড়ীতে একান্তে থাকা বৈধ নয়। যেমন, ভাবী, অথবা দাসী, কিংবা ডাক্তারের সাথে কোন অসুস্থ মহিলার থাকা ইত্যাদি। আবার অনেকে নিজের, অথবা অন্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা থাকার কারণে এটাকে কিছু মনে করে না। ফলে অশ্লীলতা,

বা উহার ভূমিকায় পতিত হয়ে পড়ে এবং বংশ মিশ্রণের দুঃখজনক ঘটনা ও অবৈধ সন্তান আধিক্য লাভ করে।

## পরনারীর সাথে মুসাফা করা

এ ব্যাপারে অনেক সমাজের সামাজিক প্রথা শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করেছে এবং মানুষের বাতিল চাল-চলন ও তাদের রসম-রেওয়াজ আল্লাহর বিধানের উর্ধ্বে স্থান লাভ করেছে। এমন কি তুমি যদি তাদের কাউকে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে বল এবং দলীল ও হুজ্জত কায়েম কর, তবে প্রাচীনপন্থী-সেকেলে, কট্টরপন্থী, সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং নেক নিয়তে সন্দেহ সৃষ্টিকারী বলে তোমার উপর অপবাদ দেবে। আমাদের সমাজে চাচাতো বোন, ফুফুতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন এবং ভাবী ও চাচীর সাথে মুসাফা করা, পানি পান করার মত সহজ ব্যাপার। কিন্তু যদি শরীয়তী দৃষ্টিতে গভীরভাবে এর ক্ষতির দিকটা বিবেচনা করে, তবে এ কাজ কেউ করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)) رواه الطبراني و صحيح الجامع

অর্থাৎ, " তোমাদের কারো মাথায় যদি লোহার ছুঁচ দিয়ে আঘাত করা হয়, তবুও এটা তার জন্য এমন মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে উত্তম যে তার জন্য বৈধ নয়।" (তাবরানী, সাহীহুল জামে ৪৯২১)

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা হল হাতের ব্যভিচার। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان الفرج يزني )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٤١٢٦

অর্থাৎ, "চক্ষুদ্বয় যেনা করে, হস্তদ্বয় যেনা করে এবং পাদদ্বয় ও লজ্জাস্থান যেনা করে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৪১২৬) তাছাড়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর চেয়েও পবিত্র অন্তরের অধিকারী কি কেউ আছে? তিনি বলছেন, "আমি কোন মহিলার সাথে মুসাফা করি না।" (আহমদ, সহীহুল জামে ২৫০৯) তিনি আরো বলেন, "আমি মহিলাদের হাত স্পর্শ করি না।" (তাবরানী, সহীহুল জামে ৭০৫৪) অনুরূপ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(( ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعن بالكلام )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "আল্লাহর শপথ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর হাত কখনোও কোন নারীর হাত স্পর্শ করে নি। তিনি কথার দ্বারা তাদের বায়াত গ্রহণ করতেন।" (মুসলিম) সাবধান! সেই লোকদের তো আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যারা তাদের ধার্মিকা স্ত্রীদেরকে তালাক্বের হুমকি দেয়, যদি তারা তাদের (স্বামীদের) ভাইদের সাথে মুসাফা না করে। আর এ কথাও জেনে নেওয়া দরকার যে, মুসাফা কাপড়ের আবরণের উপরে হোক, অথবা বিনা আবরণে হোক, উভয় অবস্থাতে উহা হারাম।

## মহিলার সুগন্ধি মেখে পুরুষদের পাশ দিয়ে যাওয়া

এটাও এমন কাজ যা বর্তমানে সর্বত্র বিদ্যমান। অথচ এ ব্যাপারে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে কঠোর সতর্ক বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন তিনি বলেন,

(( أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية ))

رواه الأمام أحمد و صحيح الجامع ١٠٥

অর্থাৎ, "যে মহিলা সুগন্ধি মেখে পুরুষদের পাশ দিয়ে এই জন্য পেরিয়ে যায় যে, তারা তার সুবাস পাক, সে একজন ব্যভিচারিণী।" (আহমদ, সহীহুল জামে ১০৫) আবার অনেক মহিলার ঔদাস্য, অথবা তুচ্ছজ্ঞান করা ড্রাইভার, বিক্রেতা এবং মাদরাসার পাহারাদারের নিকট এই ব্যাপারটাকে অতি সহজ বানিয়ে দেয়। অথচ যে মহিলা সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এমন কি মসজিদে যাওয়ারও যদি ইচ্ছা করে, তবে তার ব্যাপারে শরীয়তের কঠোর নির্দেশ হল, তাকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য যেভাবে গোসল করতে হয়, সেইভাবে গোসল করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم تقبل صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة )) رواه الأمام أحمد وصحيح الجامع ٢٧٠٣

অর্থাৎ, "যে নারী এই জন্য সুগন্ধি ব্যবহার ক'রে মসজিদে যায়, যাতে তার সুবাস অন্যরা পায়, তার নামায ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হবে না, যতক্ষণ না সে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য

যেভাবে গোসল করতে হয়, সেইভাবে গোসল করবে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ২৭০৩) বিবাহ উৎসবে এবং মহিলাদের মহফিলে যাওয়ার পূর্বে যে ধূপধুনা ও চন্দন (সুগন্ধযুক্ত কাঠ) ব্যবহার হয়, আর বাজারে, ট্রেনে-বাসে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমন কি রমযান মাসের রাত্রে মসজিদে যে কড়া সুগন্ধযুক্ত আতর ব্যবহার করা হয় যা বলার নেই, তার জন্য আল্লাহর সমীপেই অভিযোগ রাখছি। শরীয়তে মহিলাদেরকে তো এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যার রং প্রকাশ পায় আর সুবাস মৃদু হয়। আমরা আল্লাহর নিকট কামনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হোন। কিছু নির্বোধ নর-নারীর কৃতকর্মের কারণে আমাদেরকে যেন পাকড়াও না করেন এবং আমাদের সকলকে যেন তাঁর সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

## মাহরাম ( যে পুরুষের সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম সে রকম পুরুষ যেমন,স্বামী, পিতা ও আপন ভাই )ছাড়াই মহিলার সফর করা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) رواه الإمام أحمد وانظر صحيح الجامع ٢٧٠٣

অর্থাৎ, "কোন মহিলা যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ২৭০৩) আর এটা প্রত্যেক সফরের

ক্ষেত্রে, এমন কি হজ্জের সফরের ক্ষেত্রেও। তাছাড়া মাহরাম ব্যতীত সফর করলে সে দুষ্টপ্রকৃতির লোকের দুষ্টামির সম্মুখীন হতে পারে। আর সে যেহেতু দুর্বল, তাই সে দুষ্টদের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতেও পারে। অথবা কমপক্ষে তার ইজ্জত ও সম্ভ্রমের ব্যাপারে তাকে কষ্ট দেওয়া হতে পারে। জাহাজে সওয়ার হওয়ার ব্যাপারটাও অনুরূপ, যদিও কোন মাহরাম তাকে বিদায় করে, আবার কোন মাহরাম তাকে (বিমান বন্দর থেকে ) এগিয়ে নিতে আসে। কিন্তু তার পাশের আসনে কে বসবে? আর যদি কোন অঘটন ঘটার ফলে বিমান কোন অন্য বন্দরে ল্যান্ড করে, অথবা দেরী হওয়ার কারণে ঠিক সময়ে না পৌঁছে, তাহলে অবস্থা কি হবে? সমস্যা অনেক। আর এই মাহরাম সম্পর্কে চারটি শর্ত। (১) তাকে মুসলমান হতে হবে। (২) সাবালক হতে হবে। (৩) বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। এবং (৪) পুরুষ হতে হবে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( ...أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "----হয় তার পিতা হবে, কিংবা তার ছেলে হবে, অথবা তার স্বামী হবে, বা তার ভাই হবে, অথবা তার সাথে যার বিবাহ চিরতরে হারাম এমন কেউ হবে।" (মুসলিম)

## পরনারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা

মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ

اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} النور: ٣٠

অর্থাৎ, "মূ'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ তা অবহিত আছেন।" (সূরা নূরঃ ৩০) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "চোখের যেনা হল দৃষ্টি।" অর্থাৎ, এমন জিনিস দেখা যা আল্লাহ কর্তৃক হারাম। তবে শরীয়তী প্রয়োজনে দেখা এর ব্যতিক্রম। যেমন, বিবাহের প্রস্তাবদাতার ও ডাক্তারের দেখা। অনুরূপ পরপুরুষকে ফিৎনার (লালসার) দৃষ্টিতে দেখা মহিলাদের জন্যও হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}

অর্থাৎ, "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে।" (সূরা নূরঃ ৩১) অনুরূপ কোন কিশোর ও সুদর্শন ব্যক্তিকে কামদৃষ্টিতে দেখাও অবৈধ। পুরুষের জন্য পুরুষের লজ্জাস্থান এবং মহিলার জন্য মহিলার লজ্জাস্থান হারাম। আর প্রত্যেক লজ্জাস্থান যা দেখা হারাম উহা (বিনা প্রয়োজনে)স্পর্শ করাও হারাম, যদিও কাপড়ের আবরণে হয়। শয়তান কিছু মানুষদেরকে নিয়ে খেলতে আছে, যারা পত্র-পত্রিকায় এবং সিনেমা ও ভি সি পির মাধ্যমে অশ্লীল ছবি দেখে আর দলীল পেশ করে বলে যে, এগুলো তো বাস্তব ছবি নয়। অথচ এ কথা পরিষ্কার যে, এ থেকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয় এবং সুপ্ত কামনা জেগে উঠে।

## ঘরে বেহায়াপনা মেনে নেওয়া

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يُقر في أهله الخبث )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٣٠٤٧

"তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যজন এবং এমন বেহায়া যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৩০৪৭ ) আর বর্তমানে নির্লজ্জতার ও অশ্লীলতার স্বরূপ হল, পিতার দেখেও না দেখার ভান করা যখন বেটী, বা স্ত্রী টেলিফোনে পরপুরুষের সাথে কথোপকথনে রত থাকে। তার পরিবারের কোন মহিলার কোন অন্য পুরুষের সাথে একান্তে থাকাকে সে মেনে নেয়। অনুরূপ তার বাড়ির কোন মহিলাকে গায়র মাহরাম ড্রাইভারের সাথে একা যেতে ছেড়ে দেয়। আর (তার বাড়ির) মহিলাদের বেপর্দায় ঘুরা-ফেরা করতে অনুমতি দেয়। ফলে সকাল ও সন্ধ্যায় আগমন ও প্রত্যাগমনকারীরা তাদের খুব পরিদর্শন করে। অনুরূপ নোংরা সিনেমা, অথবা (অশ্লীলতায় ভরা) পত্র-পত্রিকা ঘরে আনে, যা থেকে ফিৎনা ও ফ্যাসাদ এবং এমন নির্লজ্জকর জিনিস সংঘটিত হয়, যা উল্লেখ যোগ্য নয়।

## মিথ্যাভাবে পরের বাপকে বাপ বলা, আপন বাপকে অস্বীকার করা

শরীয়তে কোন মুসলমানের অপর বাপকে বাপ বলা, অথবা এমন জাতির সাথে নিজের সম্বন্ধ জুড়া বৈধ নয়, যাদের মধ্যেকার সে নয়।

অনেক মানুষ অর্থের স্বার্থে এই কাজ করে এবং সরকারী কাগজে মিথ্যা সম্পর্কের প্রমাণও পেশ করে। আবার কেউ কেউ এটা করে তার সেই বাপকে ঘৃণা করে যে তাকে বাল্যকালে ত্যাগ করেছে। অথচ এ সবই হল হারাম। এ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় রকমের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, মাহরামের ব্যাপারে এবং বিবাহ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতির ব্যাপারে। সহী হাদীসে সাআদ এবং আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে,

(( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام )) رواه البخاري

"যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও অপর বাপকে বাপ বলবে, তার জন্য জান্নাত হারাম।" (বুখারী) বংশের ব্যাপারে অবাস্তব এবং অসত্যের আশ্রয় নেওয়া হারাম। অনেক মানুষ স্বীয় স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করার সময় যখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, তখন তার (স্ত্রীর) উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং বিনা কোন প্রমাণে নিজের ছেলেকে আমার ছেলে নয় বলে। অথচ সে তার বিছানায় জন্মেছে। আবার অনেক স্ত্রীরাও (স্বামীর ) আমানতের খিয়ানত করে ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং এমন বংশকে স্বামীর বংশে প্রবেশ করিয়ে দেয়, যা প্রকৃতপক্ষে তার বংশের নয়। তবে এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, যখন লেআনের আয়াত (সূরা নূরের ৬-১০ পর্যন্ত আয়াত) অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি (আবু হুরায়রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেন যে,

(( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين )) رواه أبوداود

"যে নারী কোন বংশে এমন কাউকে প্রবেশ করিয়ে দেবে যে (আসলে) তাদের বংশের নয়, সে আল্লাহর রহমতের কোন কিছুই পাবে না এবং তিনি তাকে কখনোও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করে অথচ সে (সন্তান) তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে আল্লাহ স্বীয় রহমত থেকে দূর করে দেবেন এবং পূর্বাপর সকলের সামনে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।" (আবু দাউদ )

## সুদ খাওয়া

আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহা গ্রন্থে সুদখোর ব্যতীত অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নাই। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} البقرة: ٢٧٨-٢٧٩

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। কিন্তু তোমরা যদি পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।" (সূরা বাক্বারাহঃ ২৭৮-২৭৯ ) আল্লাহর নিকট এটা যে অতীব জঘন্য

জিনিস তার প্রমাণে এই আয়াতই যথেষ্ট। জনগণ ও দেশের সরকারদের উপর লক্ষ্যকারী ভালভাবে জানে যে, সুদী লেন-দেন কিভাবে ধ্বংস ও বিনাশ সাধন করেছে। দরিদ্রতা, ব্যবসায় মন্দা পড়া, ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবনতি, বেকার সমস্যার আধিক্য লাভ, বড় বড় কোম্পানি ও সংস্থার ভেঙ্গে পড়া, প্রত্যেক দিনের পরিশ্রান্ত ও ঘামঝরানো পারিশ্রমিক লম্বা-চওড়া সুদের ঋণ পরিশোধ করার পিছনে ঢেলে দেওয়া এবং অঢেল সম্পদ কেবল সীমিত কিছু লোকের হাতে বয়ে দিয়ে সমাজে শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি করা, সবেরই মূলে হল এই অভিশপ্ত সুদ। আর মনে হয় এগুলিই হল যুদ্ধের কিছু কারণ, যে সম্পর্কে আল্লাহ সুদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হুমকি দিয়েছেন। সুদী লেন-দেনে সরাসরি অংশ গ্রহণকারী, তাতে দালালিকারী এবং তাতে সাহায্যকারী সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক অভিশপ্ত। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه )) وقال: ((هم سواء )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদের সাক্ষীগণ,সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক অভিশপ্ত এবং এরা সকলে পাপে সমানভাবে শরীক।" (মুসলিম) এ থেকে জানা গেল যে, সুদের (হিসাব-বাকী) লিখার কাজে, সুদী লেন-দেনের খাতা-পত্র ঠিক করার কাজে, গ্রহণ ও প্রদানের কাজে এবং পাহারাদারের কাজে চাকুরী করা বৈধ নয়। মোট কথা সুদী

কারবারে শরীক হওয়া এবং তাতে যে কোন প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই মহাপাপ যে কত নিকৃষ্ট সে কথা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

(( الربا ثلاثة و سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم )) رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع ٣٥٣٣

অর্থাৎ, "সুদের ৭৩ টি স্তর, তন্মধ্যে সব চেয়ে নিম্ন স্তরের গোনাহ হল, কোন মানুষের তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত। আর সব থেকে বড় সুদ হল মুসলমানের ইজ্জত-আবরুর উপর আক্রমণ করা" (হাকিম, সহীহুল জামে ৩৫৩৩) অনুরূপ আব্দুল্লাহ বিন হানযালাহ (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية )) رواه الإمام أحمد وصحيح الجامع ٣٣٧٥

অর্থাৎ, "মানুষের জেনে-শুনে সুদের একটি দিরহামও খাওয়া ৩৬ বার ব্যভিচার করা থেকেও বড় অপরাধ।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৩৩৭৫)

সুদ সকলের জন্য হারাম। এটা ধনী ও গরীবের মধ্যে নির্দিষ্ট নয়, যেমন অনেক মানুষ মনে করে। (অর্থাৎ, ধনী ও গরীবের মধ্যে হলে তবে এটা হারাম হবে, কিন্তু দুই ধনীর মধ্যে হলে হারাম হবে না।)

বরং সাধারণভাবে সকলের উপর এবং সমস্ত অবস্থায় এটা হারাম। কত ধনী ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই সুদের কারণে কাঙ্গাল হয়ে গেছে। বাস্তবতা এর সাক্ষ্য প্রদান করে। সুদের সব থেকে নিম্ন পর্যায়ের ক্ষতি হল, উহা মালের বরকত বিনষ্ট করে, যদিও (মাল) দেখে অনেক লাগে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُل )) رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع ٣٥٤٢

অর্থাৎ, সুদে মাল বর্ধিত হলেও, পরিশেষে উহা কমে যায়।" (হাকিম, সহীহুল জামে ৩৫৪২) অনুরূপ অল্প ও অনেক পরিমাণের সাথেও সুদ নির্দিষ্ট নয়। বরং কম হোক, বেশী হোক, সবই হারাম। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবর থেকে সেই মানুষের মত উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তবে এ কাজ যতই জঘন্য হোক না কেন, মহান আল্লাহ এ থেকে তাওবা করতে বলেছেন এবং উহার তরীকাও বলে দিয়েছেন। তিনি সুদখোরদের সম্বোধন করে বলেন,

{ فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ }

"যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচারী হবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।" (সূরা বাক্বারাহঃ ২৭৯)

মূ'মিনের অন্তরে এই মহাপাপের প্রতি ঘৃণা এবং উহার জঘন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য। এমন কি যারা নিরুপায় হয়ে টাকা-পয়সা নষ্ট হয়ে যাওয়ার, বা চুরি হয়ে যাওয়ার

আশঙ্কায় এগুলিকে সুদী ব্যাঙ্কে রাখে, তাদেরও এই অনুভূতি থাকা উচিত যে, তারা নিরুপায় হয়ে রেখেছে এবং তারা হল সেই ব্যক্তির মত, যে মৃত বা তার থেকেও জঘন্য কিছু আহার করে। আর এর সাথে সাথে তারা আল্লাহর নিকট তাওবা করবে এবং ভিন্ন কোন সম্ভাব্য উপায় বের করার চেষ্টা করবে। তাদের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে সুদ গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তবে তাদের হিসাবের খাতায় যদি সুদের টাকা এসে যায়, তাহলে যে কোন বৈধ রাস্তায় উহা ব্যয় করে দেবে মুক্তি লাভের জন্য, সাদক্বার নিয়তে নয়। কেননা, মহান আল্লাহ পূত-পবিত্র। তাই তিনি পবিত্র জিনিসই কেবল গ্রহণ করেন। কোনভাবেই সুদের টাকার দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না। না পানাহারের কাজে লাগানো যাবে, না পরিধানে, না পরিবহনে, না বাসস্থানে, আর না যাদের জন্য ব্যয় করা অপরিহার্য যেমন, স্ত্রী, অথবা সন্তানাদি, বা পিতা-মাতা, তাদের জন্য ব্যয় করা যাবে। অনুরূপ সুদের টাকা যাকাত হিসাবেও দেওয়া যাবে না। তা দিয়ে কর পরিশোধও করা যাবে না এবং নিজের নাফসের উপর যুলুম রক্ষার খাতেও ব্যয় করা যাবে না। কেবল আল্লাহর পাকড়াও এর ভয়ে তা অন্য কোন পথে ব্যয় করে দেবে।

## পণ্যদ্রব্যের দোষ ঢাকা এবং বিক্রি করার সময় তা গোপন করা

(( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলি ভিজা মনে হল। তিনি বললেন, হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে এগুলো উপরে রাখনি কেন? লোকে দেখেশুনে ক্রয় করবে। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম) আজ কাল অনেক বিক্রেতা যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে না, কোন (পণ্যদ্রব্যের মধ্যে) কিছু চিটিয়ে দিয়ে দোষ গোপন করার চেষ্টা করে, অথবা দোষযুক্তগুলো দ্রব্যের কার্টুনের একেবারে নিচে রাখে, কিংবা দ্রব্যের সাথে কৃত্রিম কোন কিছু মিশ্রিত করে যাতে দ্রব্যের বাহ্যিক রূপ খুব সুন্দর দেখায়, বা মেশিনের দূষনীয় শব্দটা গোপন করে। ফলে ক্রেতা যখন দ্রব্যাদি নিয়ে ফিরে যায়, অল্প সময়ের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যায়। আবার অনেকে দ্রব্যের ভাল থাকার যোগ্যতার শেষ তারিখ (Expire date) পরিবর্তন করে ফেলে, অথবা ক্রেতাকে সামান দেখতে, বা যাচাই করতে নিষেধ করে। আবার যারা গাড়ী ও গাড়ীর যন্ত্রাংশ বিক্রি করে তারা তাতে বিদ্যমান দোষ সম্পর্কে বলে দেয় না, অথচ এটা হারাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بيّنه له)) رواه ابن ماجه و صحيح الجامع ٦٧٠٥

অর্থাৎ, "মুসলমানরা আপোসে ভাই ভাই। কোন মুসালমানের জন্য তার ভাইয়ের নিকট এমন জিনিস বিক্রি করা জায়েয নয়, যার মধ্যে দোষ আছে, যদি সেই দোষ সম্পর্কে অবহিত না করে।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৬৭০৫ ) আবার অনেক গাড়ী বিক্রেতারা নিলাম ঘরে ঘোষণা দেয় যে, আমি লোহার স্তুপ বিক্রি করছি, আর এ থেকে তারা নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে নেয়। কিন্তু এইভাবে বিক্রি করাও বরকত নষ্ট করে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপর থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেনাবেচা বাতিল করে দেওয়ার অধিকার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য বলে এবং (সামানে দোষ থাকলে) পরিষ্কার বলে দেয়, তাহলে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হয়। আর যদি (দোষের কথা) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তবে তাতে বরকত নষ্ট করে দেওয়া হয়।" (বুখারী)

## দালালি করা

অর্থাৎ, ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অন্যাকে প্রতারিত করার জন্য জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করা এবং ক্রেতাকে মূল্য বৃদ্ধি করার প্রতি আকৃষ্ট করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা দালালি করবে না।" (বুখারী) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাও এক প্রকারের ধোঁকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

বলেন, "প্রতারক ও ধোঁকাবাজের ঠিকানা জাহান্নাম।" (সিলসিলাতুল আহাদীস আস্সাহীহ' ১০৫৭) নিলাম ঘরে ও গাড়ীর মার্কেটে দালালদের উপার্জন হয় অপবিত্র ও হারাম উপার্জন। কারণ, তারা সেখানে অনেক হারাম কাজ করে। যেমন, কেনার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধি করা, ক্রেতাকে কেনার জন্য আকৃষ্ট করা, বা বেচার জন্য আগত ব্যবসায়ীর জিনিসের মূল্য কমিয়ে দিয়ে তাকে ধোঁকা দেওয়া। অথচ দ্রব্য যদি দালালদের কারো হয়, তবে তা খুব বাড়িয়ে-চড়িয়ে বিক্রি করে৷ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যস্থরূপে কাজ করে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করে আল্লাহর বান্দাদের ধোঁকা দেয় ও ক্ষতি করে।

## জুমআর দিন দ্বিতীয় আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

الجمعة: ٩

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জান।" সূরা জুমআহঃ ৯) অনেক বিক্রেতারা দ্বিতীয় আযানের পরও তাদের দোকানে, বা মসজিদের সামনে বেচাকেনার কাজ অব্যাহত রাখে। আর এদের পাপে তারাও শরীক হয়, যারা এদের কাছে কিনে, যদিও তা দাঁতনও হয়। সঠিক উক্তি অনুযায়ী এই

বেচাকেনা বাতিল। অনেক হোটেল, রুটির দোকান এবং কারখানার মালিকরা তাদের কর্মচারীদেরকে জুমআর নামাযের সময়ও কাজ করতে বাধ্য করে। এরা নিজেদের বাহ্যিক লাভ দেখলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের ক্ষতি ছাড়া কিছুই নেই। আর কর্মচারীদের উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর এই বাণীর, "আল্লাহর অবাধ্যে কোন মানুষের আনুগত্য নেই" দাবী অনুযায়ী কাজ করা।

## জুয়া ও লটারি

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة ٩٠

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া ও ঠাকুরের আস্তানা ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর-সবই নাপাক শয়তানী কাজ। তোমরা এসব পরিহার কর। আশা করা যায় যে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।" (সূরা মায়েদাঃ ৯০) জাহেলিয়াতের যুগে মূর্খরা জুয়া খেলত। তাদের নিকট জুয়ার প্রসিদ্ধ তরীকা এই ছিল যে, তারা দশজন একটি উট কিনাতে সমান সমান শরীক হত। অতঃপর তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করত। আর এটা ছিল তাদের এক প্রকার লটারি। ফলে তাদের নির্দিষ্ট প্রথা অনুযায়ী সাতজন ভিন্ন ভিন্ন অংশ লাভ করত এবং তিনজন কিছুই পেত না। আর বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জুয়া খেলা হয়। যেমন,

১। লটারি। লটারির বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। সব থেকে সহজ প্রকার হলো, পয়সা দিয়ে নম্বর কেনা হয়, অতঃপর এই নম্বরের ভিত্তিতে লটারি করে নাম বের করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয়জনকে ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। এটা হারাম, যদিও তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী এটাকে কল্যাণকর কাজ বলে আখ্যায়িত করে।
২। সামানের কোন এমন প্যাকেট ক্রয় করা হয়, যার ভিতরে অজ্ঞাত কিছু থাকে, অথবা সামান কেনার সময় নম্বর দেওয়া হয় এবং সেই নম্বর অনুপাতে লটারি ক'রে পুরস্কার বিজেতার নাম নির্দিষ্ট করা হয়।
৩। বীমা। (Insurance)। এটাও এক প্রকার জুয়া। অর্থাৎ, জীবনের, যানবাহনের এবং জিনিসের বীমা করানো। অনুরূপ আগুনে জ্বলে যাওয়ার ক্ষতি থেকে এবং অন্যান্য ভাবী হানির প্রতিকার নিমিত্ত বীমা করানো। এছাড়াও বীমার আরো প্রকার বর্তমানে বিদ্যমান। এমন কি অনেক গায়ক তাদের কণ্ঠস্বরেরও বীমা করে। এই ধরনের যত প্রকার হোক না কেন, সবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে তো জুয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে জুয়ার মত মহা পাপ সম্পাদনের জন্য বিশেষ ধরনের সবুজ টেবিল থাকে। অনুরূপ ফুটবল ইত্যাদির প্রতিযোগিতার সময় মানুষের বিভিন্ন রকমের বাজিধরা ও শর্ত লাগানোও এক প্রকার জুয়া। এ ছাড়া অনেক ক্লাব এবং স্টেডিয়াম ইত্যাদিতে এমন বিভিন্ন প্রকারের খেলা হয়, যা জুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে প্রতিযোগিতামূলক কোন কিছু হলে, তা হবে তিন প্রকারের। যথা,

১। তার মধ্যে শরীয়তী উদ্দেশ্য থাকবে। এটা পুরস্কারসহ ও বিনা পুরস্কারে দুইভাবেই জায়েয হবে। যেমন, উট ও ঘোড়া রেস এবং তীর চালানো ও নিশানাবাজির প্রতিযোগিতা। দ্বীনি ইল্‌মের প্রতিযোগিতাও এর পর্যায় পড়ে। যেমন, কুরআন হিফযের প্রতিযোগিতা।

২। বৈধ প্রতিযোগিতা। (অর্থাৎ, তাতে কোন শরীয়তী লক্ষ্য থাকে না) যেমন, ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা এবং এমন দৌড়াদৌড়ির প্রতিযোগিতা যাতে নামায নষ্ট ও লজ্জাস্থান অনাবৃত হওয়ার মত কোন হারাম কাজ হয় না। এই ধরনের প্রতিযোগিতা বিনা পুরস্কারে বৈধ। (তবে পুরস্কার যদি কোন তৃতীয় পক্ষ দেয়, তাহলে তাও বৈধ হবে)।

৩। হারাম প্রতিযোগিতা, বা এমন প্রতিযোগিতা যা হারাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যেমন, বিশ্ব সুন্দরী নির্বাচনের প্রতিযোগিতা, কিংবা মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা যাতে মুখমন্ডলে আঘাত করা হয়, অথচ মুখে আঘাত করা হারাম, অথবা শিং বিশিষ্ট দুই পশুর মধ্যে ও দুই মোরগের মধ্যে লড়িয়ে প্রতিযোগিতা করানো ইত্যাদি।

## চুরি করা

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} المائدة: ٣٨

অর্থাৎ, “যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে শিক্ষামূলক শাস্তিবিশেষ। আল্লাহ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।” সূরা মায়েদাঃ ৩৮) আর সব চেয়ে বড় অপরাধমূলক চুরি হল আল্লাহর প্রাচীনতম ঘরের হজ্জ ও উমরাকারীদের কোন জিনিস চুরি করা। এই প্রকারের চোররা আল্লাহর পবিত্রতম যমীন ও তাঁর ঘরের পাশে থেকেও তাঁর বিধানের কোন মূল্য দেয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সূর্য গ্রহণের নামায পড়ানোর সময় জাহান্নাম দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন,

(( لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قُصبه (أمعاءه) في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فُطن له قال: إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به)) رواه مسلم

অর্থাৎ, “তখন আমার সামনে জাহান্নামের আগুনকে উপস্থিত করা হল, যখন তোমরা দেখলে যে আমি একটু পিছিয়ে গেলাম, যাতে আগুনের উত্তপ্ত লু যেন আমার ক্ষতি না করে দেয়। আমি জাহান্নামে বাঁকা লাঠিওয়ালাকে তার নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়াইতে দেখলাম। সে তার বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজীদের সামান চুরি করত। হাজী সাহেব টের পেয়ে গেলে বলত, আমার বাঁকা লাঠির সাথে আটকে গেছিল। কিন্তু জানতে না পারলে সামান নিয়ে পলায়ন করত।” (মুসলিম)

জনসাধারণের শরীকানার সম্পদ থেকে চুরি করাও অতীব বড় অপরাধ। (অর্থাৎ, সরকারী সম্পদ ইত্যাদি) এই কাজ যারা করে তারা বলে যে, অন্যরা যেমন করে, আমরাও করছি। অথচ তারা জানে না যে, এটা হল সমস্ত মুসলমানের সম্পদ লুণ্ঠন করা। কারণ, সরকারী মালের মালিক হল সমস্ত মুসলমান। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, তাদের চুরি করাকে দলীল বানিয়ে, তাদের অনুসরণ করা কোন মতেই জায়েয হবে না। আবার অনেকে কাফেরদের মাল এই বলে চুরি করে যে, তারা কাফের। এটাও ঠিক নয়। কেননা, কেবল সেই কাফেরদের মালই ছিনিয়ে নেওয়া যায়, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। সমস্ত কাফেরদের কোম্পানি এবং এককভাবে কোন কাফেরের সম্পদ লুণ্ঠন করা, এই পর্যায় পড়বে না। অন্যের পকেটে হাত দিয়ে কিছু নিয়ে নেওয়াও চুরির একটি মাধ্যম। অনেকে পরের বাড়িতে অতিথি হয়ে প্রবেশ করে চুরি করে। আবার অনেকে অতিথির থলিও খালি করে দেয়। অনেকে দোকানে প্রবেশ করে পকেটে ও কাপড়ের তলে বহু জিনিস লুকিয়ে নেয়। বহু মহিলারা তাদের কাপড়ের তলে সামান লুকিয়ে নেয়। আবার অনেকে ছোট-খাটো বা অল্প দামের সামান চুরি করাকে কিছু মনে করে না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ))

رواه البخاري

অর্থাৎ, "সেই চোরের প্রতি আল্লাহর লানত, যে ডিম চুরি করে, ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হয়। আর সেই চোরের প্রতিও আল্লাহর লানত, যে দড়ি চুরি করে, ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হয়।" (বুখারী) যারা কোন কিছু চুরি করেছে, তাদের প্রত্যেকের অপরিহার্য কর্তব্য হল, চুরিকৃত বস্তু প্রাপকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া। অতঃপর আল্লাহর নিকট তাওবা করা। আর এই ফিরিয়ে দেওয়া প্রকাশ্যও হতে পারে, অথবা গোপনে, বা কারো মাধ্যমে। তবে বহু চেষ্টার পরও যদি মালিকের নিকট, কিংবা তার উত্তরাধিকারদের নিকট পৌছানো সম্ভব না হয়, তাহলে সেই মালকে উহার মালিকের নামে সাদক্বা করে দেবে।

## ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া

সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্যে, কিংবা বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কাজী, অথবা মানুষের যারা বিচারক তাদেরকে ঘুষ দেওয়া বড় অপরাধ। কারণ এতে অবিচার হয়, প্রকৃত অধিকারীর প্রতি যুলুম করা হয় এবং ফিৎনা-ফ্যাসাদ সম্প্রসারিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } البقرة: ١٨٨

অর্থাৎ, "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ কর না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও

না।” (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৮) আর আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٥٠٦٩

“(স্বপক্ষে) বিচার-ফয়সালা করানোর জন্য যে ঘুষ দেয় এবং যে নেয়, তাদের উভয়ের উপর আল্লাহর লানত।” (আহমদ, সহীহুল জামে ৫০৬৯) তবে যদি (নিজের বৈধ) অধিকার অর্জন, অথবা যুলুমের প্রতিকার ঘুষ দেওয়া ব্যতীত সম্ভব না হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে উক্ত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। বর্তমানে ঘুষ ব্যাপকহারে চলছে। এমন কি অনেক চাকরিজীবীর নিকট বেতনের অপেক্ষা ঘুষ থেকে উপার্জিত আয় বেশী হয়। বরং অনেক কোম্পানির আয়ের খাতায় ঘুষেরও একটি খাত থাকে, তবে সেটা ভিন্ন নামে। অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছেছে যে, বহু কারবার বিনা ঘুষে শুরুও হয় না এবং ঘুষ ব্যতীত শেষও হয় না। এতে করে গরীব শ্রেণীর লোকদের চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আর এরই কারণে দায়িত্ব পালনে অনিয়মতা দেখা দেয়। কারখানার মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যে ঘুষ দেয়, তারই কাজ সুন্দরভাবে করা হয়। পক্ষান্তরে যে ঘুষ দেয় না, তার কাজ ঠিকমত করা হয় না, বা করতে দেরী করে, কিংবা করতে গড়িমসি করে। অথচ তার পরে এসে ঘুষদাতারা তার আগে কাজ করিয়ে নিয়ে চলে যায়। আর ঘুষের কারণে মালিকের অধিকারের মাল বেচা-কেনার কাজে নিযুক্ত প্রতিনিধিদের পকেটে ঢুকে যায়। এই ধরনের বিভিন্ন কারণের

ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম-এর এই অপরাধে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তির জন্য আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বদ্দুআ করা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। তাই আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( لعنةالله على الراشي والمرتشي)) رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع ٥١١٤

অর্থাৎ, "যে ঘুষ নেয় ও যে ঘুষ দেয়, তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর লানত।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৫১১৪)

## যমীন-জায়গা আত্মসাৎ করা

যখন আল্লাহর প্রতি ভয় থাকে না, তখন শক্তিশালী ও কৌশলীর জন্য তার শক্তি ও কৌশল বড় বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। সে তার শক্তি ও কৌশলকে যুলুমের কাজে ব্যবহার করে। যেমন, কারো উপর অন্যায়ভাবে হাত উঠানো এবং অন্যের সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করা। আর এরই পর্যায়ভুক্ত হল, যমীন-জায়গা আত্মসাৎ করা। এর শাস্তিও অতীব কঠিন। আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين )) رواه البخاري

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে (কারো) সামান্য পরিমাণ যমীনও নিয়ে নেবে, তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সপ্ত যমীনের ভূগর্ভে নিক্ষেপ করবেন।" (বুখারী) অনুরূপ ইয়ালা বিন মুররা (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين الناس)) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع ٢٧١٩

"যে ব্যক্তি কারোর থেকে যুলুম করে এক বিঘত জায়গাও আত্মসাৎ করবে, তাকে আল্লাহ যমীনের এই অংশটুকু সাত তবক যমীন পর্যন্ত খনন করাতে বাধ্য করবেন। অতঃপর এই যমীনকে তার গলায় ততক্ষণ পর্যন্ত বেড়ীর মত ঝুলিয়ে দেবেন, যতক্ষণ না তিনি বিচার-ফয়সালা শেষ করবেন।" (তাবরানী, সহীহুল জামে২৭১৯) যমীনের নিদর্শন ও সীমারেখা পরিবর্তন করে নিজের যমীন প্রতিবেশীর থেকে বাড়িয়ে নেওয়াও এরই (যমীন আত্মসাৎ করার) আওতায় পড়ে। এরই প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর এই "তার প্রতি আল্লাহর লানত যে যমীনের নিদর্শন পরিবর্তন করে" বাণীতে ইঙ্গিত করেছেন।

## সুপারিশ করার জন্য উপঢৌকন নেওয়া

মানুষের মাঝে সম্মান ও মর্যাদা লাভ আল্লাহ কর্তৃক বান্দার উপর বিশেষ অনুগ্রহ, যদি বান্দা এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হল এই যে, স্বীয় সম্মান ও মর্যাদাকে

মুসলমানদের উপকারে ব্যয় করা। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর (নিম্নের) বাণীর আওতায় পড়ে। তিনি বলেছেন,

(( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )) رواه مسلم

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে তার কোন ভাইয়ের উপকার করার সাধ্য রাখে, সে যেন তা করে।" (মুসলিম) আর যে তার সম্মান দ্বারা তার মুসলমান ভাইয়ের যুলুমের প্রতিকার করবে, অথবা কোন প্রকারের হারাম কাজ সম্পাদন করা, বা কারো প্রতি কোন প্রকারের যুলুম করা ব্যতীতই তার কোন কল্যাণ সাধন করবে, সে মহান আল্লাহর নিকট অঢেল নেকী লাভ করবে, যদি সে তার নিয়তে নিষ্ঠাবান হয়।যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর এই "কারো হয়ে সুপারিশ কর, নেকী পাবে" (বুখারী-মুসলিম) বাণীর দ্বারা অবহিত করিয়েছেন। তবে এই সুপারিশ ও মধ্যস্থতার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ নয়। যার প্রমাণ আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,)

(( من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية (عليها) فقبلها (منه) فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٢٩٢

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল। ফলে সে তাকে (বিনিময় স্বরূপ) উপঢৌকন পেশ করল।আর সে তা গ্রহণ করল, তবে সে নিজেকে সুদের প্রকারসমূহের বৃহৎ প্রকারের সুদখোর সাব্যস্ত করল।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬২৯২ )

অনেক মানুষ মালের বিনিময়ে তার সম্মান-মর্যাদা ও মধ্যস্থতাকে পেশ করে। কাউকে কোন চাকুরীতে নিযুক্ত করালে, অথবা কারো পদের পরিবর্তন করিয়ে দিলে, কিংবা কাউকে এক জায়গা থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করিয়ে দিলে, বা কোন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি করে দিলে সে মালের শর্ত লাগায়। সঠিক উক্তি এবং আবু উমামার পূর্বে উল্লিখিত হাদীস অনুযায়ী এই ধরনের বিনিময় গ্রহণ হারাম। বরং হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিনা শর্তেও গ্রহণ করা যাবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কর্তৃক প্রাপ্ত নেকীই সৎ কর্মকারীর জন্য যথেষ্ট। এক ব্যক্তি হাসান বিন সাহলের নিকট কোন প্রয়োজন পূরণের সুপারিশ কামনা করলে তিনি তা পূরণ করে দিলেন। ফলে সে তার (হাসান বিন সাহলের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলে তিনি বলেন, কোন্ ভিত্তিতে তুমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ? আমরা তো মনে করি, মালের যাকাতের ন্যায় মর্যাদা-সম্মানেরও যাকাত দিতে হয়। (আল আদাবুশ শারয়ীয়া ) এখানে একটি পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে দেওয়া ভাল মনে করছি যে, কোন মানুষকে পারিশ্রমিক দিয়ে কোন ব্যাপারের দেখা-শুনার দায়িত্ব দেওয়া এবং বিনিময় দিয়ে সমস্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে এরই পিছনে লাগিয়ে রাখা, শরীয়তী শর্তানুযায়ী বৈধ ভাড়াবৃত্তের পর্যায় পড়ে। পক্ষান্তরে নিজের প্রভাব ও মধ্যস্থতাকে কেবল মালের বিনিময়ে ব্যয় করা হল হারাম।

## কর্মচারীর কাছে পূর্ণ কাজ আদায় করা এবং পারিশ্রমিক পুরাপুরি না দেওয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শ্রমিকের অধিকার অতিসত্ত্বর আদায় করার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেন,

(( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )) رواه ابن ماجة وهو في صحيح الجامع ١٤٩٣

অর্থাৎ, "শ্রমিকের মজুরী তার ঘাম শুকানোর আগেই মিটিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ১৪৯৩) মুসলিম সমাজে বহু প্রকারের যুলুম বিদ্যমান। তন্মধ্যে হল, শ্রমিক, মজদুর এবং চাকরিজীবীদের অধিকার আদায় না করা। আর এটা (অধিকার আদায় না করা) বিভিন্নভাবে হয়। যেমন,

১। শ্রমিকের সমস্ত অধিকারকে অস্বীকার করা। এদিকে শ্রমিকের কাছে (তার অধিকারকে সাব্যস্ত করার মত) প্রমাণ থাকে না। এই শ্রমিকের অধিকার দুনিয়াতে নষ্ট হলেও কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নষ্ট হবে না। কেননা, অত্যাচারিত ব্যক্তির মাল ভক্ষণকারী অত্যাচারী কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর তার নেকী অত্যাচারিতকে দেওয়া হবে। যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপসমূহকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২। তার অধিকার ঘটিয়ে দেওয়া। তার সম্পূর্ণ অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে কিছু কমিয়ে দেওয়া। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, "যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ।" (সূরাতুল

মুতাফিয্যিফীনঃ ১) তাদের ব্যাপারটাও এরই পর্যায়ভুক্ত, যারা বিদেশ থেকে কর্মচারীদেরকে নির্দিষ্ট বেতনের চুক্তি করে নিয়ে আসে। তারা এসে কাজে যোগ দিলে তাদের সাথে কৃতচুক্তির পরিবর্তে কম বেতনের অন্য চুক্তি করে। না চাওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে কাজ করতে হয়। তারা তাদের অধিকারকে প্রমাণও করতে পারে না। ফলে তারা তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করে। আবার কর্মীর যালেম মালিক যদি মুসলমান হয়, আর কর্মী কাফের হয়, তবে অধিকার কম দেওয়াই তার (কাফেরের) জন্য আল্লাহর পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে (মালিক) তার পাপও নিজের মাথায় চাপিয়ে নেয়।

৩। অতিরিক্ত কাজ তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া, অথবা কাজের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া এবং আসল বেতন ব্যতীত অতিরিক্ত কাজের কোন পারিশ্রমিক না দেওয়া।

৪। তার পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করা। শ্রমিকের অত্যধিক প্রচেষ্টা, লাগাতার তদবীর এবং অভিযোগ ও আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পর সে তার পারিশ্রমিক পায়। আবার কখনো মালিকের গড়িমসি করার উদ্দেশ্য এই হয় যে, শ্রমিক বিরক্ত হয়ে তার অধিকার ত্যাগ করে দেবে, আর দাবী করবে না, অথবা সে মজদুরের বেতন আটকে রেখে সেগুলো তার কারবারে লাগাতে চায়। অনেকে তো শ্রমিকের বেতনের টাকা সুদে খাটায়, অথচ বেচারা মজদুরের ভাগ্যে না এক দিনের খোরাক জুটে, আর না তার সেই অভাবী পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য খোরাকী পাঠাতে পারে, যাদের জন্য সে স্বদেশ ত্যাগ করেছে। এই ধরনের যালেম

মালিকদের জন্য রয়েছে কিয়ামতের দিনের কঠোর আযাব, ধ্বংস ও সর্বনাশ! আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

(( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، رجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره )) رواه البخاري

অর্থাৎ, "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল, যে ব্যক্তি কোন আযাদ বা স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল, আর যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে, তার কাছ থেকে পুরোপুরি কাজ আদায় করল কিন্তু তার মজুরী আদায় করল না।" (বুখারী)

## কোন কিছু প্রদানে সন্তানদের মধ্যে না-ইনসাফী করা

অনেকে তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কোন কোন সন্তানকে নির্দিষ্ট করে কোন কিছু প্রদান করে এবং অন্যদেরকে বঞ্চিত করে। সঠিক উক্তি অনুযায়ী এটা হারাম, যদি এর পিছনে কোন শরীয়তী কারণ না থাকে। আর শরীয়তী কারণ বলতে যেমন, কোন এক ছেলের এমন প্রয়োজন দেখা দিল যে প্রয়োজন অন্যদের নেই। উদাহরণ স্বরূপ যেমন, কোন ছেলের ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়া, অথবা ঋণী হয়ে পড়া, কিংবা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করার কারণে পিতার পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কার দেওয়া, বা জীবিকা অর্জনের তার কোন

পথ না থাকা, কিংবা তার সংসার খুব বড়, অথবা সে জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত প্রভৃতি। তবে পিতার এই নিয়ত থাকতে হবে যে, শরীয়তী যে কারণের ভিত্তিতে কোন এক ছেলেকে সে প্রদান করেছে, এই কারণ যদি অন্য ছেলের মধ্যেও দেখা দেয়, তবে সে তাকেও অনুরূপ দেবে। (সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করার) সাধারণ দলীল হল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ} المائدة: ٨

অর্থাৎ, "সুবিচার কর। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর।" (মায়েদাঃ ৮) আর এর বিশেষ দলীল হল, নো'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস। বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

(( إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أكلّ ولدك نحلته مثله؟)) فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:، فأرجعه)) رواه البخاري وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) قال: فرجع فرد عطيته)) الفتح ٥/٢١١

وفي رواية: فلا تشهدني لا أشهد على جور )) رواه مسلم

"আমি আমার এই ছেলেকে একটি ক্রীতদাস দিয়েছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার সকল ছেলেকে কি অনুরূপ দিয়েছ? তিনি (নো'মান বিন বাশীরের পিতা)

বললেন, না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তা (ক্রীতদাস) ফিরিয়ে নাও।" (বুখারী) অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তখন বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি ফিরে গিয়ে তার দেওয়া ক্রীতদাস ফিরিয়ে নেন। আর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তবে আমাকে সাক্ষী বানাও না। কেননা, আমি যুলুমের সাক্ষ্য দিই না।" (মুসলিম) আর ইমাম আহমদ (রাহঃ) এর উক্তি হল, মিরাসের মত এ ক্ষেত্রেও ছেলেদেরকে মেয়েদের ডবল দিতে হবে।

• অনেক পরিবারের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বহু পিতা যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, স্বীয় সন্তানদের যখন কিছু দেয়, তখন তাদের কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়। আর এইভাবে সে তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে এবং তাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেয়। কোন এক বেটাকে এই জন্য দেয় যে, সে দেখতে-শুনতে চাচাদের মত হয়েছে। অপরজনকে এই জন্য বঞ্চিত করে যে, সে তার মামাদের মত হয়েছে। (আমাদের পরিবেশে এটা না থাকলেও কোন কোন সমাজে আছে) অথবা এক স্ত্রীর সন্তানদের দেয় এবং অন্য স্ত্রীর সন্তানদের দেয় না। আবার কখনো এক স্ত্রীর সন্তানদের বিশেষ স্কুলে ভর্তি করায়, অথচ অপর স্ত্রীর সন্তানদের সাথে এ রকম করে না। সন্তানদের মধ্যে না-ইনসাফী করার কঠিন পরিণতির সম্মুখীন পিতাকেই হতে হবে। কারণ, ভবিষ্যতে এই বঞ্চিত সন্তানরা

বেশীরভাগই পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করে না। যে কোন কিছু প্রদানের ব্যাপারে ছেলেদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে, তাকে সম্বোধন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ١٦٢٣

"তুমি কি চাওনা যে, তোমার সাথে সদ্ব্যবহারে তোমার সকল সন্তানরা সমান সমান শরীক হোক?" (আহমদ, সহীহুল জামে ১৬২৩)

## বিনা প্রয়োজনে মানুষের নিকট চাওয়া

সাহ্ল বিন হানযালিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামে বলেছেন,

(( من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا وما الغنى الذي لا تنبغيَ معه المسألة؟ قال قدر ما يغديه و يعشيه )) رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع ٦٢٨٠

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি নিজের কাছে যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, প্রকৃতপক্ষে সে বেশী বেশী আগুনের টুকরো জমা করে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি পরিমাণ মাল থাকলে ভিক্ষা করা উচিত হবে না? তিনি বললেন, দ্বিপ্রহর ও রাত্রের খাবার মত কিছু থাকলে।" (আবু দাউদ, সহীহুল জামে ৬২৮০) আর ইবনে

মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا كدوشا في وجهه )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٢٥٥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি যথেষ্ট পরিমাণ মাল থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন এই ভিক্ষা তার মুখমন্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করবে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬২৫৫)

অনেক ভিক্ষুক মসজিদে আল্লাহর বান্দাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে যিকির ও তসবীহ পাঠে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। কেউ কেউ তো মিথ্যা কাগজ বানিয়ে নিয়ে আসে এবং অবাস্তব কাহিনী বর্ণনা করে। পরিবারের সকল সদস্যগণকে বিভিন্ন মসজিদে ভাগ করে দেয়। অতঃপর আবার একত্রিত করে অন্যান্য মসজিদে প্রেরণ করে। অথচ তারা যে মুখাপেক্ষীহীন এ কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যখন তারা মারা যায়, তখন তাদের রেখে যাওয়া অনেক সম্পদ প্রকাশ পায়। এ দিকে প্রকৃতার্থে যারা অভাবী যাঞ্চ্ঞা না করার কারণে অজ্ঞরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। আর তাদেরকে বুঝতে পারা যায় না বলে তাদের উপর সাদক্বাও করা হয় না।

## পরিশোধ না করার নিয়তে ঋণ নেওয়া

আল্লাহর নিকট বান্দাদের অধিকারের গুরুত্ব অনেক। তাই মানুষ তাওবার দ্বারা আল্লাহর অধিকার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

কিন্তু বান্দাদের অধিকার আদায় থেকে সেই দিনের পূর্বে মুক্তির কোন পথ নেই, যে দিন দীনার ও দিরহাম দ্বারা অধিকার পূরণ করা হবে না, বরং নেকী ও পাপের দ্বারা অধিকার পূরণ করা হবে। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } النساء٥٨

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।" (সূরা নিসাঃ ৫৮) ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করাটাও আমাদের সমাজে সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অনেকে তো প্রয়োজনের দাবীতে ঋণ করে না, বরং তারা ঋণ করে বিলাসিতায় প্রসার আনার জন্য এবং অন্যের অন্ধ অনুকরণ করে নতুন গাড়ী ও ঘর-বাড়ি সজ্জিত করণের ক্ষণস্থায়ী সামান ইত্যাদি কেনার জন্য ঋণের বোঝা ঘাড়ে চাপায়। আর এই ধরনের লোকেরাই কিস্তিতে সামান কেনার জালে ফেঁসে যায়, অথচ কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনেক প্রকার সন্দেহযুক্ত, বা হারাম।

বস্তুতঃ বিনা প্রয়োজনে ঋণ করার কারণেই উহার পরিশোধে গড়িমসি হয় এবং এতে অন্যের সম্পদ নষ্ট হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম এই কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন,

(( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله )) رواه البخاري

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পরিশোধ করার নিয়তে মানুষের কাছ থেকে ঋণ নেবে, আল্লাহ তার হয়ে আদায় করে দেবেন। কিন্তু যে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে নেবে, আল্লাহ তাকেই বিনাশ করে দেবেন।" (বুখারী) মানুষ ঋণের ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। এটাকে খুব সামান্য ভাবে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা বিরাট ব্যাপার। এমন কি শহীদ সুমহান বৈশিষ্ট্য, অঢেল নেকী এবং সর্বোচ্চ স্থান লাভ করা সত্ত্বেও ঋণের শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। যার প্রমাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম-এর (নিম্নের) বাণী,

(( سبحان الله ماذا أنزل الله من التشديد في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله، ثم أحيي ثم قتل، ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه )) رواه النسائي وهو في صحيح الجامع ٣٥٩٤

অর্থাৎ, সুবহানাল্লাহ! ঋণের ব্যাপারে কত কঠিন বার্তা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। সেই আল্লাহর শপথ, যার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হয়। অতঃপর আবার জীবিত হয়ে আবার শহীদ হয়। অতঃপর আবার জীবিত হয়ে আবার শহীদ হয়। আর তার উপরে যদি কোন ঋণ থাকে, তবে সেই ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (নাসায়ী,সহীহুল জামে ৩৫৯৪) এই হাদীস শুনার পরও কি ঋণ পরিশোধে গড়িমসিকারীরা তাদের মূর্খতা থেকে ফিরে আসবে,না আসবে না?

## হারাম খাওয়া

যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে এ পরোয়া করে না যে, মাল কিভাবে উপার্জন করতে হবে এবং কোন্ পথে ব্যয় করতে হবে। বরং তার কেবল লক্ষ্য হয় বৈধ ও অবৈধ যে কোন পন্থায় পুঁজি বাড়ানো ও অর্থ সঞ্চয় করা। তাতে চুরি করে হোক, ঘুষ খেয়ে হোক, ছিনতাই করে হোক, মিথ্যা পন্থা অবলম্বন করে হোক, হারাম ব্যবসা করে হোক, সুদ খেয়ে হোক, অথবা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে হোক, কিংবা হারাম কাজের পারিশ্রমিক নিয়ে হোক, যেমন,গণক সেজে, ব্যভিচার করে এবং গান গেয়ে মজুরী নেওয়া, কিংবা অন্যায়ভাবে জনসাধারণের ও মুসলমানদের মাল আত্মসাৎ করে হোক, অথবা অন্যকে তার সম্পদ দেওয়াতে বাধ্য করে হোক, কিংবা বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে হোক। ফলে এই (হারাম পন্থায় উপার্জন) থেকে সে খায়, পরে এবং সাওয়ারী ও বাড়ি-বিল্ডিং তৈরী করে, অথবা বাড়ি ভাড়া নিয়ে উহাকে খুব সাজায় এবং হারাম জিনিস স্বীয় পেটে পুরে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به )) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع ٤٤٩٥

অর্থাৎ, "যে মাংস হারাম খাদ্যে তৈরী জাহান্নামই তার হকদার বেশী।" (তাবরানী, সহীহুল জামে ৪৪৯৫) আর কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে যে, মাল কিভাবে উপার্জন করেছ এবং কোন্ পথে ব্যয় করছ। তখনই ধ্বংস ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

কাজেই কারো কাছে যদি হারাম মাল থাকে, তবে অতিসত্বর যেন তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে নেয়। আর তা যদি কোন মানুষের অধিকার হয়, তাহলে তার নিকট তার অধিকার পৌঁছে দিয়ে সেই দিন আসার পূর্বে পূর্বেই যেন তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেয়, যেদিন দীনার ও দিরহাম কাজে আসবে না। বরং সেদিন অধিকার পূরণ করা হবে নেকী ও পাপের মাধ্যমে।

## মদ পান করা যদিও এক ফোঁটা হয়

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة: ٩٠

অর্থাৎ, "নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসবই হল শয়তানের অপবিত্র কার্য। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা মায়েদাঃ ৯০) আর বাঁচতে নির্দেশ দেওয়াই হল এই জিনিস হারাম হওয়ার সব থেকে বলিষ্ঠ দলীল। তাছাড়া মদকে প্রতিমা তথা কাফেরদের উপাস্য ও মূর্তির সাথে সংযুক্ত করেছেন। অতএব তাদের দলীল কার্যকরী হতে পারে না, যারা বলে মদকে হারাম বলা হয় নি, বরং তা থেকে বাঁচতে বলা হয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদ পানকারীর কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন জাবির (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( ...إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال))
قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: ((عرق أهل النار أو عصارة
أهل النار)) رواه مسلم

"মদ পানকারীর সাথে আল্লাহর অঙ্গীকার হল, তাকে তিনি "তীনাতুল খাবাল" পান করাবেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! "তীনাতুল খাবাল" কি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, উহা হল, জাহান্নামীদের ঘাম, অথবা তাদের (শরীর থেকে) নির্গত পুঁজ।" (মুসলিম) অনুরূপ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে,

(( من مات مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن )) رواه الطبراني وهو في
صحيح الجامع ٦٥٢٥

"অব্যাহতভাবে শারাব পানকারী এই অবস্থায় মারা গেলে, সে আল্লাহর সাথে একজন মূর্তিপূজকের মত সাক্ষাৎ করবে।" (তাবরানী, সহীহুল জামে ৬৫২৫)

বর্তমানে অসংখ্য প্রকারের শারাব আবিষ্কার হয়েছে। আরবী ও অন্য ভাষায় বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, বীয়ার (Beer), অ্যাল'কহল (Alcohol), অ্যা'র‍্যাক (Arrack) (তাড়ি), ভড্'ক্যা (Vodka) (রুশীয় মদ্যবিশেষ), শ্যাম্পেন (Champagne) (মদ্যবিশেষ), ইত্যাদি। আর এই উম্মতে সেই প্রকার লোকেরও আবির্ভাব ঘটে গেছে, যাদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে,

(( ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٥٤٥٣

"আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, তবে সেটাকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৫৪৫৩) প্রতারিত করে মদ না বলে এটাকে তারা ইস্পিরিট অ্যাল'কহল বলে আখ্যায়িত করে। "তারা আল্লাহ এবং ঈমানদাদের ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না, অথচ তারা অনুভব করতে পারে না।" (সূরা বাক্বারাহঃ ৯) তাছাড়া শরীয়ত এমন এক সুমহান নীতির কথা উল্লেখ করেছে যে, তদ্দ্বারা বিষয়ের অকাট্য মীমাংসা হয়ে যায় এবং দ্বীনের সাথে খেল-তামাশাকারীদের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর সে নীতি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর (নিম্নের) বাণী,

(( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "প্রত্যেক নেশাজাতীয় জিনিসই হল মদ এবং প্রত্যেক নেশাজাতীয় জিনিসই হল হারাম।" (মুসলিম) সুতরাং যেসব জিনিস জ্ঞান-বুদ্ধিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং নেশাগ্রস্ত বানিয়ে দেয়, তা সবই হারাম। তাতে তা অল্প হোক, বা বেশী হোক। আর নাম যত রকমের ও যত প্রকারের হোক না কেন, জিনিস একটাই এবং তার বিধানও সকলের জানা। পরিশেষে শারাব পানকারীদের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর এই উপদেশ পেশ করা হল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال: عصارة أهل النار)) رواه إبن ماجة وهو في صحيح الجامع ٦٣١٣

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হয় না। আর এই অবস্থায় সে যদি মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জাহান্নামে প্রবশে করবে। কিন্তু সে যদি আল্লাহর নিকট তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবাকে কবুল করবেন। অতঃপর সে যদি পুনরায় শারাব পান করে নেশাগ্রস্ত হয়, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না। আর এই অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে যাবে।কিন্তু যদি সে আবারও আল্লাহর নিকট তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। এর পরও যদি সে পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহর দায়িত্ব হবে তাকে কিয়ামতের দিন "রাদগাতুল খাবাল" পান করানো। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! "রাদগাতুল খাবাল" কি? তিনি বললেন, উহা হল জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৬৩১৩) এই যদি হয় শারাব পানকারীদের অবস্থা,

তবে তাদের অবস্থা কি হবে, যারা অব্যাহতভাবে এর থেকেও অধিক কড়া ও তীব্র নেশাজাতীয় জিনিস ব্যবহার করে?

## সোনার প্লেটে পানাহার করা

বাড়ি-ঘরের ব্যবহারিক জিনিস বিক্রি হয় এমন কোন দোকান নেই, যেখানে সোনা ও রূপার প্লেট পাওয়া যায় না, অথবা সোনা ও রূপার পানি দিয়ে রং করা প্লেট পাওয়া যায় না। অনুরূপ বিত্তশালীদের ঘরে এবং অনেক হোটেলে এই ধরনের প্লেট দেখা যায়। বরং এই প্রকার প্লেটই হল সব থেকে মূল্যবান উপহার, যা মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরকে পেশ করে। আবার অনেকে নিজের ঘরে সোনা ও রূপার প্লেট না রাখলেও বিবাহ-শাদীর উৎসবে অন্যের বাড়িতে খুব ব্যবহার করে। এ সবই হল শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। সোনা ও রূপার প্লেট ব্যবহারকারীদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) رواه مسلم

"যে ব্যক্তি সোনা ও রূপার প্লেটে পানাহার করে, সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে।" (মুসলিম) আর এই হুকুম এমন সব জিনিসকে পরিব্যাপ্ত করে, যা প্লেটের পর্যায় পড়ে এবং খাদ্যপাত্র বলে গণ্য হয়। যেমন, চামচ, ছুরি এবং আতিথ্যে ব্যবহৃত ও বিবাহ-শাদীর উৎসবে পেশকৃত মিষ্টির ডিব্বা ইত্যাদি। আবার

অনেকে বলে যে, আমরা তো এ সব ব্যবহার করি না, আমরা কেবল সৌন্দর্যের জন্য আলমারীতে সাজিয়ে রাখি। উহার (সোনার) ব্যবহারের পথ বন্ধ করে এটাও জায়েয নয়।

## মিথ্যা সাক্ষ্য

মহান আল্লাহ বলেন,

{ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} الحج: ٣٠-٣١

অর্থাৎ, "সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক। আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে।" (সূরা হাজ্জঃ ৩০-৩১ ) আর আব্দুর রাহমান বিন আবু বাকরা (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বলেন,

(( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين- وجلس وكان متكئا- فقال: ألا وقول الزور قال فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت )) رواه البخاري

"আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত থাকাকালীন তিনি বললেন, তোমাদেরকে কি অতি মহা পাপের কথা বলে দেব না?" এইরূপ তিনবার বললেন। অতঃপর সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি

বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ করা।" অতঃপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, "শোনো, আর মিথ্যা সাক্ষ্য।" অতঃপর শেষোক্ত এই কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমন কি সেই বলাতে সাহাবীগণ (আপসে বা মনে মনে) বললেন, যদি তিনি চুপ হতেন।" (বুখারী) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বার বার সাবধান করার কারণ হল, এ ব্যাপারে মানুষ উদাসীন, শত্রুতা ও বিদ্বেষসহ আরো অনেক জিনিস এ কাজে (মানুষকে) উৎসাহ দান করে এবং এ থেকে জন্ম নেয় বহু ফিৎনা। এই মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে বহু অধিকার নষ্ট হয়। বহু নির্দোষ মানুষ এর কারণে অত্যাচারের শিকার হয়, অথবা মানুষ এমন জিনিস অধিকার করে যার তারা প্রাপক নয়, কিংবা এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এমন বংশের সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে যে বংশের তারা হয় না।

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে উদাসীনতার দৃশ্য আদলতেও লক্ষিত হয়। সেখানে মানুষ অপর কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, তুমি আমার জন্য সাক্ষ্য দাও, আমিও তোমার জন্য সাক্ষ্য দেব। ফলে তার হয়ে এমন বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়, যা প্রকৃত ব্যাপারের জ্ঞান ও অবস্থাসাপেক্ষ। যেমন, তার হয়ে কোন জমির, বা ঘরের মালিকানার সাক্ষ্য দেয়, অথবা কোন ঝগড়ায় তার নির্দোষ হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, অথচ তার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় আদালতের দরজায়, বা দেউড়িতে। এই ধরনের সাক্ষ্য হল মিথ্যা ও মনগড়া সাক্ষ্য। কাজেই আল্লাহর কিতাব যেভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা বলেছে,

সেইভাবেই সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। "আমরা তা-ই বলি, যা আমাদের জানা আছে।" (সূরা ইঁউসূফঃ ৮১)

## গান-বাজনা শোনা

ইবনে মাসউদ (রাঃ) আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন যে, আল্লাহর এই বাণীর "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা অজ্ঞতায় লোকদের আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয়।" অর্থ হল গান-বাজনা। (তফসীরে ইবনে কাষীর) আর আবু আমের এবং আবু মালিক আশআরী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف... ))

رواه البخاري

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক সম্প্রদায় হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী বস্ত্র, মদ্য এবং বাদ্য যন্ত্রকে হালাল মনে করবে।" (বুখারী) অনুরূপ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাস বলেছেন,

(( ليكونن في أمتي خسف وقذف ومسخ إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف )) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "আমার উম্মতের উপর কয়েক প্রকারের আযাব আসবে, যমীনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে, পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে এবং আকৃতির পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। আর এটা হবে তখন,

যখন তারা মদ পান করবে, গায়িকা ক্রীতদাসী রাখবে এবং বাদ্য-যন্ত্র বাজাবে" (তিরমিযী) নবী করীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঢোল-তবলা থেকেও নিষেধ প্রদান করেছেন। আর বাঁশি সম্পর্কে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ওটা হল, নির্বোধ দুষ্ট লোকের শব্দ। ইমাম আহমদ (রহঃ)সহ পূর্বের আলেমগণ সেই সময়কার যাবতীয় বাদ্য-যন্ত্র যেমন, বীণা (Lute), ম্যান'ডলিন (Mandolin) এবং সিম'ব্যাল (Cymbal) ইত্যাদির হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানের বাদ্য-যন্ত্র যেমন-জিথার (Zither), বেহালা (Violin),গীটার (Guitar) এবং বাঁশরী প্রভৃতি সহ অন্য যত রকমের বাদ্য-যন্ত্র বিদ্যমান, সবই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ বাদ্য-যন্ত্রেরই আওতায় পড়ে। বরং পুরাতন অবৈধ বাদ্য-যন্ত্রের অপেক্ষা নিত্য-নতুন বাদ্য-যন্ত্রগুলি মানুষের মনকে উদাস করতে ও আনন্দে মাতিয়ে তুলতে বেশী কার্যকরী হয়।ইবনুল কাইয়ুম প্রভৃতি আলেমগণের উক্তি হল, গান-বাজনা মানুষকে মদের থেকেও বেশী মাতাল করে তুলে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাজনার সাথে যদি গান এবং গায়িকাদের কণ্ঠস্বরও থাকে, তবে হারাম আরো কঠিন হবে এবং পাপ আরো ভয়ানক হবে। আবার গানে যদি প্রেম-ভালবাসা ও মহিলাদের সৌন্দর্যের কথা থাকে, তবে বিপদ আরো কঠিন হয়ে যায়। এই জন্যই আলেমগণ বলেছেন যে, গান হল ব্যভিচারের ডাক। গান অন্তরে মুনাফেকী উদ্গত করে। মোট কথা গান-বাজনাই হল বর্তমানের সব থেকে বড় ফিৎনা। আবার ঘড়ি, ঘন্টা,

শিশুদের খেলনা, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন টেলিফোন যন্ত্রেও এই বাজনা ঢুকে গিয়ে ফিৎনাকে আরো বর্ধিত করেছে। এ থেকে বাঁচার জন্য দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। আল্লাহই আমাদের সাহায্যকারী।

## গীবত করা

মুসলমানদের গীবত করা এবং তাদের সম্ভ্রম লুটা অনেক মজলিসের তৃপ্তিকর বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অথচ এটা এমন এক বিষয় যা থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের নিষেধ করেছেন। অতীব এক ঘৃণিত জিনিস বলে তাদেরকে অবহিত করিয়েছেন এবং এমন এক জঘন্য জিনিসের সাথে এর তুলনা করেছেন, যাকে অন্তর ঘৃণা করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ} الحجرات: ١٢

অর্থাৎ, "আর তোমরা পরস্পরের গীবত কর না। তোমাদের কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করে কি? তোমরা তো তা ঘৃণা কর।" (সূরা হুজরাতঃ ১২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াতের ব্যাখ্যা তাঁর (নিম্নের) বাণীর দ্বারা এইভাবে দিয়েছেন।

(( أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, গীবত হল, তোমার ভাইয়ের এমন প্রসঙ্গ তুলে ধরা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞাসা করা হল, যদি সেই দোষ তার মধ্যে থাকে, যা আমি বলছি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, ঐ দোষ তার মধ্যে থাকলে তবেই তো গীবত হয়। নচেৎ ঐ দোষ না থাকলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় তার উপর।" (মুসলিম) সুতরাং গীবত হল, মুসলিম ভাইয়ের এমন প্রসঙ্গ তুলে ধরা, যা সে অপছন্দ করে। আর এই গীবত তার দৈহিক, দ্বীনী বিষয়, পার্থিব কোন বিষয়, আত্মিক কোন বিষয় এবং চরিত্র ও অভ্যাসগত কোন বিষয় সম্পর্কিতও হতে পারে। বিভিন্নভাবে এটা হয়। যেমন, কারো কোন দোষ অন্যের নিকট বর্ণনা করা, বা তার চালচলন ও ভাব-ভঙ্গিমা তাচ্ছিল্যভরে বর্ণনা করা। গীবত আল্লাহর নিকট অতীব জঘন্য ও ঘৃণিত, তা সত্ত্বেও মানুষ এটাকে সামান্য ভাবে। আর এর ঘৃণিত হওয়ার দলীল হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর (নিম্নের) বাণী,

(( الربا ثلاثة و سبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه )) السلسلة الصحيحة ١٨٧١

অর্থাৎ, "সুদের ৭৩ টি স্তর, তন্মধ্যে সব চেয়ে নিম্ন স্তরের গোনাহ হল, কোন মানুষের তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত। আর সব থেকে বড় সুদ হল মুসলমানের ইজ্জত-আবুরুর উপর আক্রমণ করা" (সিলসিলাতুস সাহীহা ১৮৭১) যে ব্যক্তি (গীবত

হয় এমন) মজলিসে উপস্থিত থাকে, তার অপরিহার্য কর্তব্য হল, অন্যায় কাজের নিষেধ দান করা এবং স্বীয় ভাইয়ের পক্ষ থেকে গীবত খন্ডন করা। এই কাজের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উৎসাহ দান করে বলেন,

(( من رد عن عرض أخيه ردّ الله عن وجهه النار يوم القيامة )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٢٣٨

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে গীবতের খন্ডন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬২৩৮)

## চুগলী করা

মানুষের মাঝে ফিৎনা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একে অপরের কথা লাগানি-ভাঙ্গানি হল পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার এবং মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত হওয়ার বহু কারণ সমূহের অন্যতম কারণ। মহান আল্লাহ এই কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা করে বলেন,

{ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ } القلم: ١٠-١١

অর্থাৎ, "যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে. একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে।" (সূরাতুল ক্বালামঃ ১০-১১) হুযায়ফা (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বার্ণত যে,

(( لايدخل الجنة قتات)) رواه البخاري

"চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী) আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(( مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يعذبان وما يذبان في كبير، ثم قال: بلى{ وفي رواية: وإنه لكبير} كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনার কোন এক বাগানের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি এমন দুই ব্যক্তির শব্দ শুনতে পেলেন যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তাই তিনি বললেন, এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে বড় কিছুর কারণে আযাব হচ্ছে না। অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা বড় পাপ। এদের মধ্যে একজন নিজের প্রস্রাব থেকে বাঁচত না এবং দ্বিতীয়জন লোকের চুগলী করে বেড়াতো।" (বুখারী) চুগলীর আর এক জঘন্য রূপ হল, এর দ্বারা স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রচেষ্টা করা হয়। অনুরূপ অনেক চাকুরীজীবীর তার অন্য কোন সাথীর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে একে অপরের কথা ম্যানেজারের নিকট, বা দায়িত্বশীলের নিকট লাগানি-ভাঙ্গানি করাও এক প্রকার চুগলী এবং এ সবই হল হারাম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

## বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে উঁকি মারা

মহান আল্লাহ বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} النور: ٢٧

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ কর না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের হতে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে।" (সূরা নূরঃ ২৭) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অনুমতি নেওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন যে, যাতে ঘরের গোপনীয় কোন জিনিসের প্রতি অন্যের দৃষ্টি না পড়ে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "দৃষ্টির কারণেই অনুমতি নেওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে।" (বুখারী) আর বর্তমানে তো বাড়ি-ঘর খুবই কাছাকাছি ও লাগালাগি, একে অপরের দরজা ও জানালা একেবারে মুখোমুখি, তাই প্রতিবেশীদের পরস্পরের গোপনীয়তা প্রকাশের আশংকা খুবই বেশী। আবার অনেকে তো তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে না। বরং অনেক উঁচু ঘরওয়ালারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের জানালা দিয়ে প্রতিবেশীর নিচু ঘরে উঁকি মারে। অথচ এটা হল, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিবেশীর সম্ভ্রম লুটা এবং হারাম কাজের অসীলা ও মাধ্যম। এরই কারণে বহু ফিৎনা ও ফ্যাসাদ সংঘটিত হয়েছে। এটা যে অত্যধিক বিপজ্জনক কাজ, তার প্রমাণে এই একটি দলীলই যথেষ্ট যে, যে উঁকি মারে তার চোখ নষ্ট করে দিলে শরীয়তে তার কোন দিয়াত বা বিনিময় নেই। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

বলেন,

(( من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه )) رواه مسلم وفي رواية: (( ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٠٢٢

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি অন্য লোকের বাড়িতে তাদের অনুমতি ছাড়াই উঁকি দেয়, তাদের জন্য তার চোখ নষ্ট করে দেওয়া বৈধ।" (মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, "যদি তারা তার চোখ নষ্ট করে দেয়,তবে তাদেরকে না বিনিময় দিতে হবে, আর না তাদের উপর কিসাস জারী করা হবে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬০২২)

## কানাকানি করা

এটা হল মজলিসের আপদসমূহের এক আপদ এবং শয়তানের চক্রান্তসমূহের এক চক্রান্ত। এর দ্বারা সে (শয়তান) মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং একে অপরের অন্তরে সন্দেহ ভরে দেয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর বিধান ও কারণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

(( إذا كنتم ثلاثة فلا يناجي رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه )) رواه البخاري

অর্থাৎ, "যখন তোমরা তিনজন থাকবে, তখন একজনকে ছেড়ে দুজনে কানাঘুষা করবে না। হ্যাঁ, যদি লোকের সমাগম হয়, তবে

দোষ নেই। কেননা, এতে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হতে পারে" (বুখারী) আর এরই পর্যায়ভুক্ত হল চতুর্থজনকে ছেড়ে তিনজনে কানাকানি করা। এইভাবে কোন একজনকে ছেড়ে কানাঘুষা করা। আর তাদের ব্যাপারটাও অনুরূপ যে দুজন এমন ভাষায় কথা বলে, যা তৃতীয়জন বুঝে না। নিঃসন্দেহে এতে তৃতীয়জনের প্রতি এক প্রকার তুচ্ছভাব প্রকাশিত হয়, অথবা তার নিকট সন্দিগ্ধ হয় যে, তারা তার বিরুদ্ধে কিছু বলাবলি করছে।

## গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো

গাঁটের (টাকনু গিরা) নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া মানুষের নিকট সামান্য ব্যাপার হলেও, আল্লাহর নিকট তা অতীব বড় অপরাধ। অনেকের পোশাক তো যমীন স্পর্শ করে। আবার কারো করো পিছনের অংশ মাটির সাথে ছেঁচড়ায়। আবু যার (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم: المسبل، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। গাঁটের নিচে যে কাপড় ঝুলায়, যে কিছু দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং যে মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।" (মুসলিম) আর যে বলে, আমি তো

আমার কাপড় অহংকার করে ঝুলাই না, তার নিজেকে দোষমুক্ত করার এই ঘোষণা, গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ, যারা গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলায়, তাদের ব্যাপারে ঘোষিত শাস্তি অনির্দিষ্ট। অহংকার করে ঝুলাক, কিংবা বিনা অহংকারে ঝুলাক, এ সবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যার প্রমাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর (নিম্নের) বাণী,

ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٥٥٧١

অর্থাৎ, "গাঁটের নিচের লুঙ্গি জাহান্নামে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৫৫৭১) তবে যদি তা অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার শাস্তি অধিকতর কঠিন ও বড়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই অসাল্লাম বলেন,

(( من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) رواه البخاري

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি অহংকার করে তার কাপড় ঝুলায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।"
(বুখারী) কারণ, সে দুটি হারাম কাজ এক সাথে সম্পাদন করেছে। প্রত্যেক পরিহিত লেবাস মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়ানো হারাম। যার প্রমাণ ইবনে উমার (রঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত এই হাদীস,

(( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٢٧٧٠

অর্থাৎ, "যে লুঙ্গি, প্যান্ট, কামীস ও পাগড়ি ইত্যাদি অহংকারবশে মাটির নিচে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না।" (আবু দাউদ, সহীহুল জামে ১৭৭০) আর যেহেতু বাতাস ইত্যাদির কারণে মহিলাদের পা খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাই তাদের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তারা এক বিঘত, অথবা পা ঢাকার জন্য যতটা দরকার ততটা পরিমাণ কাপড় ঝুলাতে পারে। তবে তাদের জন্যও সীমালঙ্ঘন করা বৈধ হবে না। যেমন, বিবাহ-শাদীর সময় অনেক পাত্রীর কাপড় কয়েক বিঘত এবং কয়েক মিটার পর্যন্ত নিচে ঝুলতে থাকে। আবার কখনো এত লম্বা হয় যে, অন্য কাউকে তার (পাত্রীর) পিছন দিক ধরে থাকতে হয়।

## পুরুষদের যে কোন আকারের সোনার জিনিস ব্যবহার করা

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই অসাল্লাম বলেন,

(( أحلّ لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرم على ذكورها )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٢٠٧

অর্থাৎ, "আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য রেশমী কাপড় ও সোনা হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য উহা হারাম করা হয়েছে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ২০৭) আজকাল বাজারে বিশেষ করে পুরুষদের জন্য তৈরী হয়েছে বিভিন্ন রকমের সোনার ঘড়ি, চশমা, বোতাম, কলম, চেন এবং চাবির রিং। এগুলো সোনার

হয়, কিংবা সোনার পানি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে রং করা হয়। আর অনেক প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসাবে যে সোনার ঘড়ির ঘোষণা দেওয়া হয়, সেটাও এই অবৈধ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখে তা খুলে ফেলে দিলেন। অতঃপর বললেন,

(( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟! )) فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به قال: لا والله لاآخذه أبدا وقد طرحه رسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم

"তোমাদের মধ্যে কে আছে এমন যে আগুনের টুকরা হাতে পুড়তে চায়, তবে সে যেন এটাকে হাতে পুড়ে নেয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেখান থেকে চলে গেলে ঐ লোককে (যার হাত থেকে আংটি ফেলে দেওয়া হয়) বলা হল, তুমি তোমার আংটি উঠিয়ে নাও, উহার দ্বারা উপকৃত হবে।সে বলল, না, আল্লাহর শপথ! যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফেলে দিয়েছেন, তা আমি কখনোও নেব না।" (মুসলিম)

## মহিলাদের খাটো, পাতলা ও অতি সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করা

বর্তমানে আমাদের শত্রুরা আমাদের উপর একটি আক্রমণ এইভাবেও চালিয়ে যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ডিজাইনের এবং রকমারি রকমারি লেবাস-পোশাক তৈরী করে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

এগুলো এত খাটো, পাতলা এবং সংকীর্ণ যে, লজ্জাস্থান, বা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে পারে না। এর মধ্যে অনেক পোশাক এমন যে, তা মহিলাদের মাঝে ও মাহরাম পুরুষের সামনে হলেও, পরা জায়েয নয়। আর এই ধরনের পোশাক শেষ যামানার মহিলাদের মাঝে যে আবির্ভাব ঘটবে, সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে অবহিত করিয়েছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই অসাল্লাম বলেছেন,

(( صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "দোযখীদের এমন দুটি দল রয়েছে যাদের আমি দেখেনি। তাদের এক দলের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে। তারা তা দিয়ে লোকদের মারবে। আর এক দল হবে নারীদের। তাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ দেখাবে। গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথে চলবে। উটের উঁচু কুঁজের মত করে খোপা বাঁধবে। এসব নারী কখনোও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।" (মুসলিম) আর অনেক মহিলারা নিচে থেকে উপর পর্যন্ত লম্বা ফাঁক বিশিষ্ট যে পোশাক পরে, অথবা যার অনেক দিক খোলা, বসলে তার লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই

পোশাকগুলোও উক্ত (হারাম) পোশাকের পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া এতে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয় এবং তাদের আবিষ্কৃত ঘৃণিত ডিজাইনে তাদের অনুকরণ করা হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

খারাপ খারাপ ছবি বিশিষ্ট পোশাকগুলোও বিপজ্জনক জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, গায়কদের ছবি, কোন বাদক দলের ছবি, মদের বোতলের ছবি এবং শরীয়তে হারাম এমন প্রাণীর ছবি, অথবা থাকে ক্রশ চিহ্ন, বা কোন ক্লাবের সংকেত চিহ্ন, কিংবা কোন নোংরা সংস্থার ছবি, বা মান-মর্যাদা হানিকর জঘন্য বাক্য। আর এগুলো সব বেশীরভাগ লেখা থাকে বিদেশী ভাষায়।

## পরচুল লাগানো

আসমা বিনতে আবী বাকার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرّق شعرها أفأصله؟ فقال: (( لعن الله الواصلة والمستوصلة )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "একজন স্ত্রীলোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলল, আমার বিবাহিতা মেয়ের বসন্ত রোগ হয়েছে। ফলে তার মাথার চুল উঠে গেছে। তার মাথায় কি পরচুল লাগাতে পারি? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা পরচুল ব্যবহারকারিণী এবং যে ব্যবহার করায় উভয়কে লানত করেছেন।" (মুসলিম) আর জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(( زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "যে মহিলা স্বীয় মাথায় পরচুল লাগায়, তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তিরস্কার করেছেন।" (মুসলিম) বর্তমানে পরচুল ব্যবহারের নমুনা হল, কৃত্রিম চুলের খোঁপা লাগানো এবং কেশবিন্যাস করা। আর যেখানে কেশের পারিপাট্য সাধন হয়, সে স্থান হল বহু অন্যায়ের কেন্দ্রস্থল। অনুরূপ নিজের আসল চুলের সাথে পরচুল লাগানোও এই হারাম কাজের পর্যায়ভুক্ত বিষয়, যা অসভ্য অনেক নায়ক ও নায়িকারা সিনেমা ও যাত্রায় লাগিয়ে থাকে।

## পোশাক-পরিচ্ছদে, কথা-বার্তায় ও আচার-ব্যবহারে পুরুষ কর্তৃক নারীর এবং নারী কর্তৃক পুরুষের অনুকরণ করা

বান্দাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃতি হল, পুরুষ তার সেই পুরুষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যার উপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং নারীরাও তাদের নারীত্বের উপর কায়েম থাকবে, যার উপর আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর এটা এমন প্রাকৃতিক নিয়ম, যার যত্ন না নেওয়া ব্যতীত মানুষের জীবন সঠিকভাবে প্রচলিত হতে পারে না। তাই পুরুষদের নারীর অনুকরণ করা এবং নারীদের পুরুষের অনুকরণ করা হল প্রকৃতির বিপরীত। এতে ফিৎনা ও ফ্যাসাদের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার প্রসার ঘটে। শরীয়তে এ কাজ হারাম। তাছাড়া এ কাজ সম্পাদনকারী শরীয়ত কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ায় প্রমাণিত

হয় যে, এ কাজ হারাম ও মহাপাপের অন্তভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে,

(( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)) رواه البخاري

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নারীদের অনুকরণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের অনুকরণকারিণী নারীদের প্রতি লানত করেছেন।" (বুখারী) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে,

(( لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء )) رواه البخاري

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নারীদের বেশধারণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারণকারিণী নারীদের প্রতি লানত করেছেন।" (বুখারী) আর এই অনুকরণ কখনো চালচলন ও আচার ব্যবহারের মাধ্যমে হয়। যেমন, শরীরকে মহিলার আকৃতিতে পরিবর্তন করা এবং মহিলার ভঙ্গীতে কথা বলা ও চলাফেরা করা। আবার কখনো পোশাক-পরিচ্ছদে হয়। সুতরাং পুরুষের জন্য সোনার হার, কঙ্কণ এবং কানের দুল ইত্যাদি ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেমন, অনেক অসভ্যদের মধ্যে মহিলাদের মত বড় বড় চুল রাখার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। (যাকে হিপী চুল বলে)। অনুরূপ মহিলাদের জন্য এমন পোশাক পরিধান করা বৈধ নয়, যা

পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। বরং তাদের উপর ওয়াজিব হল এমন পোশাক পরা, যা ডিজাইনে ও আকৃতিতে পুরুষদের বিপরীত হবে। আর এই পোশাক-পরিচ্ছদে তাদের (পুরুষ ও মহিলাদের) একে অপরের বিরোধিতা করা ওয়াজিব হওয়ার দলীল হল, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মার্ফু সনদে বর্ণিত (নিম্নের) হাদীস,

(( لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل )) رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٥٠٧١

অর্থাৎ, "নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারিণী নারীদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন।" (আবু দাউদ, সহীহুল জামে ৫০৭১)

## কালো রঙে চুলকে রাঙানো

সঠিক উক্তি অনুযায়ী এ কাজ হারাম। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে এ কাজের শাস্তির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন,

(( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لايريحون رائحة الجنة )) رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٨١٥٣

অর্থাৎ, "শেষ যামানায় এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে, যারা পায়রার কালো বুকের মত চুলকে রাঙাবে। আর এই কারণে তারা জান্নাতের সুবাসও পাবে না।" (আবু দাউদ, সহীহুল জামে ৮১৫৩ ) আর এই কাজটা তাদের মধ্যে বেশী প্রচলিত যাদের

মস্তকে বার্ধক্যের শুভ্রতা প্রকাশ লাভ করে। তারা তখন কালো রঙের দ্বারা উহা পরিবর্তন করে দেয়। ফলে তাদের এই কাজ বহু ফিৎনা ও ফ্যাসাদের জন্ম দেয়। যেমন, প্রতারণা, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন এবং প্রকৃত রূপের পরিবর্তে নকল রূপের প্রকাশন। আর নিঃসন্দেহে এতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে মন্দ প্রভাব পড়ে এবং এর দ্বারা এক প্রকার ধোঁকায় মানুষকে পড়তে হয়। সঠিক সূত্রে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি তাঁর শুভ্র চুল পরিবর্তন করতেন মেহেদী ও এই ধরনের হলদে, লাল এবং খয়েরী রঙ দিয়ে। অনুরূপ মক্কা বিজয়ের দিন যখন আবু কুহাফা (হযরত আবু বাকার (রাঃ)র পিতা)কে আনা হল তাঁর মাথার ও দাড়ির চুল অত্যধিক পেকে যাওয়ার কারণে সাদা ফুলের মত দেখাচ্ছিল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "অন্য কোন রঙ দ্বারা এর চুলের রঙ পরবির্তন করে দাও, তবে কালো রঙ থেকে বিরত থাকবে।" (মুসলিম)

সহী উক্তি অনুযায়ী এ ব্যাপারে মহিলারাও পুরুষদের মত। তারাও তাদের চুলকে কালো রঙে রাঙাতে পারবে না।

## কাপড়, দেওয়াল এবং কাগজ ইত্যাদিতে কোন প্রাণীর ছবি আঁকা

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে,

(( إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون )) رواه البخاري

"কিয়ামতের দিন সব থেকে কঠিনতম আযাব ভোগকারী লোক

হবে ছবি প্রস্তুতকারীরা।" (বুখারী) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও মার্ফু সূত্রে বর্ণিত। মহান আল্লাহ বলেন,

(( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة...))

رواه البخاري

অর্থাৎ, "তার চেয়ে অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করতে যায়? অতএব তারা একটিমাত্র শস্যদানা সৃষ্টি করুক, অথবা একটিমাত্র যব সৃষ্টি করুক তো।" (বুখারী) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত যে,

((كل مصورٍ في النار، يجعل له بكل صورة صوّرها نفسا فتعذب في جهنم)) قال ابن عباس: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لاروح فيه )) رواه مسلم

"প্রত্যেক মূর্তি, বা ছবি নির্মাতা দোযখে যাবে। সে যেসব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছে প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরা করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি তুমি একান্ত করতেই চাও, তবে গাছ ও আত্মাবিহীন বস্তুর ছবি বানাও।" (মুসলিম) এই হাদীসগুলির দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ এবং ছায়া বিশিষ্ট, বা ছায়াহীন সমস্ত জীব-জন্তুর ছবি হারাম। তাতে এ ছবি ছাপানো হোক, অথবা নক্সা করা হোক, কিংবা কোন কিছুতে খোদাই করে বানানো হোক, বা কোন কিছু চেচে-ছিলে তৈরী করা হোক, বা পাথরাদি কেটে বানানো হোক, অথবা তৈরী কোন ছাঁচে রেখে বানানো হোক, এ সবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

কেননা, ছবির হারাম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত সমূহ হাদীস সব রকমের ছবিকেই পরিব্যাপ্ত।

মুসলমানের উচিত শরীয়তী উক্তির সামনে নিজেকে অবনত করে দেবে এবং এই বলে বিতর্কে লিপ্ত হবে না যে, আমি তো না উহার (ছবির) এবাদত করি, আর না উহার জন্য সিজদা করি। জ্ঞানী যদি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে বর্তমানে ছবির সম্প্রসারণের কারণে যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছে, তার কেবল একটি ফ্যাসাদের প্রতি লক্ষ্য করে ও ভাবে, তবে শরীয়তে ছবি হারাম হওয়ার কৌশলগত দিক সম্পর্কে সে জেনে যাবে। এই ছবি থেকে যে মহা ফ্যাসাদের জন্ম নেয় তা হল, এতে চাহিদা ও কামভাব উদ্দীপিত হয়। বরং এই ছবির কারণে ব্যভিচারে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে। মুসলিমের উচিত স্বীয় ঘরকে প্রাণীর ছবি থেকে সংরক্ষিত রাখা। যাতে এটা বাড়িতে ফেরশেতাদের প্রবেশের পথে অন্তরায়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير )) رواه البخاري

অর্থাৎ, "সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না, যে বাড়িতে কুকুর ও ছবি থাকে।" (বুখারী) অনেক ঘরে তো কাফেরদের উপাস্যসমূহের মূর্তি পাওয়া যায়। এগুলো উপহার ও বাড়ির সৌন্দর্য বলে রাখে। অথচ অন্য ছবির তুলনায় এগুলো আরো কঠিন হারাম। অনুরূপ যে ছবি (বাঁধিয়ে) টাঙিয়ে রাখা হয়, তার অপরাধ তার তুলনায় অনেক বেশী, যা টাঙিয়ে রাখা হয় না। কারণ এই ধরনের টাঙিয়ে রাখা অনেক মূর্তির পূজাপাঠ হয়। এরই কারণে অনেক চাপা দুঃখ জেগে উঠে এবং অনেকে পূর্বপুরুষদের ছবি দেখে গর্ব

করে। আর ছবি কেবল স্মরণার্থে রেখেছি বলা ঠিক নয়। কারণ, প্রিয়জনের, বা কোন নিকটতত্ব মুসলমানের প্রকৃত স্মরণ হয় অন্তরে। অন্তর থেকে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হয় এবং তার উপর রহমত বর্ষণের দোআ করতে হয়। অতএব প্রত্যেক ছবি বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, বা মিটিয়ে দেওয়া উচিত। তবে যেসব ছবি বের করা ও মিটানো অসম্ভব ও কঠিন, সে ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। যেমন, কৌটা, অভিধান এবং ঐ সব কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছবি, যদ্দ্বারা উপকৃত হয়। পারলে এগুলো মিটানোর প্রচেষ্টা নেবে। আর এমন জিনিস থেকে বিরত থাকবে, যার মধ্যে কুৎসিত ছবি থাকে। হ্যাঁ, প্রয়োজনের দাবীতে ছবি রাখতেও পারবে। যেমন, ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য রাখা। অনেক আলেমগণ এমন ছবিও রাখার অনুমতি দিয়েছেন, যা তুচ্ছভরে পায়ের তলে দলিত ও মথিত করা হয়। "তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরা তাগাবুনঃ ১৬)

## মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলা

মর্যাদা, অথবা মানুষের মাঝে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে, কিংবা আর্থিক সম্পদ লাভের লক্ষ্যে, বা আপন শত্রুদের মনে ভয় সঞ্চার করার কারণে ও আরো বিবিধ উদ্দেশ্যে অনেকে এমন মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে মানুষদের শুনায় যা তারা প্রকৃতপক্ষে দেখে থাকে না। আবার অনেক সাধারণ মানুষ যেহেতু স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং উহার উপর বলিষ্ঠ আস্থা রাখে, তাই এই মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত হয়। যে মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলে তার কঠোর শাস্তির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه مالم تر، ويقول على رسول الله مالم يقل)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "সব চেয়ে বড় মিথ্যা হল মানুষের পরের বাপকে বাপ বলা, অথবা চোখে এমন কিছু দেখার দাবী করা, যা প্রকৃতপক্ষে চোখ দেখে নি, কিংবা এমন কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন বলে চালিয়ে দেওয়া, যা তিনি বলেন নি।" ( বুখারী) তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অন্য হাদীসে বলেন,

(( من تحلم بحلم لم يره كلّف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل...)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এমন কোন স্বপ্ন দেখার দাবী করে, যা প্রকৃতপক্ষে সে দেখেনি, তাকে (কিয়ামতে) দুটি যবের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে আদেশ করা হবে। অথচ সে তা কখনই করতে পারবে না" (বুখারী)

## কবরের উপর বসা, উহার উপর দিয়ে চলাফেরা করা এবং সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করা

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له أن يجلس على قبر )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "যদি তোমাদের মধ্যেকার কোন লোক জ্বলন্ত আঙারের উপর বসে এবং তাতে তার কাপড় পুড়ে চামড়াও পুড়ে যায়, তবুও তা তার জন্য কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম।" (মুসলিম) আর একদল মানুষ কবরকে পা দিয়ে দলে। তারা যখন কোন মৃতকে কবরস্থ করার জন্য যায়, তখন পার্শস্থ কবরকে বেপরোয়াভাবে পা ও জুতাসহ মাড়িয়ে যায়। মৃতদের এই আবাসের কোন সম্মান তারা করে না। এটা যে খুব বড় অপরাধ সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إليّ من أن أمشي على قبر مسلم... )) رواه ابن ماجة وهو في صحيح الجامع ٥٠٣٨

অর্থাৎ, "জ্বলন্ত আঙারের উপর, অথবা (ধারালো) ছুরির উপর চলা, কিংবা আমার পায়ের সাথে জুতাকে সিলাই করা, আমার নিকট কোন মসুলমানের কবরে চলার অপেক্ষা অনেক অনেক শ্রেয়।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৫০৩৮ ) এই যদি হয় কবরে চলার অপরাধ, তবে যে কবরের যমীনকে আত্মসাৎ ক'রে সেখানে কোন ব্যবসা কেন্দ্র, বা বাসস্থান নির্মাণ করে, তার কি হতে পারে?

কবরে প্রস্রাব-পায়খানা করা বলতে, কিছু অসভ্য লোকেরা এই কাজ করে। তারা যখন প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন বোধ করে, তখন তারা কবরস্থানে প্রবেশ করে এবং নিজেদের এই দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র জিনিস দ্বারা মৃতদের কষ্ট দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলা-

ইহি অসাল্লাম বলেন,

(( وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق )) رواه ابن ماجة وهو في صحيح الجامع ٥٠٣٨

অর্থাৎ, "আমার নিকট কবরে প্রস্রাব-পায়খানা করা ও বাজারের মধ্যে করা সমান।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৫০৩৮ ) অর্থাৎ, কবরে প্রস্রাব-পায়খানা করাও ঐরূপ জঘন্য, যেরূপ বাজারের মধ্যে জনসমাবেশে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে (বেহায়ার মত) প্রস্রাব-পায়খানা করা জঘন্য। আর তারাও এই ধমকের অন্তর্ভুক্ত যারা ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্গন্ধময় নোংরা জিনিস কবরের মধ্যে নিক্ষেপ করে। (বিশেষ করে পরিত্যক্ত কবরে এবং যার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে।) কবর যিয়ারত করার আদব হল উহার পাশ দিয়ে যাতায়াতের প্রয়োজন হলে জুতা খুলে নেবে।

## প্রস্রাবের ছিটে থেকে অসতর্কতা

ইসলাম ধর্মের বহু বৈশিষ্ট্যসমূহের এটাও এক বড় বৈশিষ্ট্য যে ইসলাম মানুষের অবস্থা উপযোগী সমস্ত বিষয় তুলে ধরেছে। তাতে অপবিত্রতা দূর করার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। আর এরই জন্য পানি, অথবা মাটির সাহায্যে অপবিত্রতা দূর করার বিধান জারী করা হয়েছে। পরিষ্কার ও পরিছন্নতা কিভাবে অর্জন করতে হয়, তার তরীকাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে অনেকে অপবিত্রতা দূরীকরণের ব্যাপারে অসতর্কতা অবলম্বন করে। যার কারণে তাদের কাপড়ে ও শরীরে নাপাক জিনিস লেগে যায়।ফলে তাদের নামায শুদ্ধ হয় না। এতদ্ব্যতীত এটা যে কবরের আযাব

হওয়ার কারণসমূহের অন্যতম কারণ সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অবহিত করিয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(( مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يعذبان وما يذبان في كبير، ثم قال: بلى{ وفي رواية: وإنه لكبير} كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনার কোন এক বাগানের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি এমন দুই ব্যক্তির শব্দ শুনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তাই তিনি বললেন, এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে বড় কিছুতে আযাব হয় নি। অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা বড় পাপ। এদের মধ্যে একজন নিজের প্রস্রাব থেকে বাঁচত না এবং দ্বিতীয়জন লোকের চুগলী করে বেড়াত।" (বুখারী) বরং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, "অধিকাংশ কবরের আযাবের কারণ হয় প্রস্রাবের ছিটা।" (আহমদ) সম্পূর্ণ প্রস্রাবের কাজ শেষ না করে তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়া, অথবা এমনভাবে ও এমন স্থানে প্রস্রাব করা যে তার প্রস্রাব তারই উপর ফিরে আসে, কিংবা ঠিকমত পানি, বা মাটি দিয়ে পরিষ্কার না করা, বা এ ব্যাপারে অসতর্কতা অবলম্বন করা ইত্যাদি হল, উহার (প্রস্রাবের) ছিটে থেকে অসাবধানতারই শামিল। আর বর্তমানে তো

এ ব্যাপারে কাফেরদের অনুকরণ করা হয়েছে। যেমন, অনেক হাত-মুখ ধোয়ার স্থানগুলোতে দেওয়ালের সাথে সংযুক্ত ও উন্মুক্ত প্রস্রাবখানাও থাকে। সেখানে মানুষ এসে আগমনকারী ও প্রত্যাগমনকারী সকলের সামনে নির্লজ্জের মত প্রস্রাব করে, এই অপবিত্র অবস্থায় স্বীয় পোশাক পরে চলে যায়। আর এইভাবে সে একই সাথে দুটি হারাম কাজ সম্পাদন করে বসে। (১) সে মানুষের দৃষ্টি থেকে তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করে না। (২) লজ্জাস্থান পরিষ্কার করে না এবং প্রস্রাবের ছিটে থেকে বাঁচে না।

## মানুষের অগোচরে কথা শোনা যা তারা পছন্দ করে না

মহান আল্লাহ বলেন, "গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।" (সূরা হুজরাতঃ ১২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صُبَّ في أذنيه الآنك يوم القيامة... )) رواه الطبراني في الكبير وهو في صحيح الجامع ٦٠٠٤

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের অগোচরে কথা শুনবে, যা তারা অপছন্দ করে, কিয়ামতের দিন তার দুই কানে সীসা গলিয়ে ঢালা হবে।" (তাবরানী, সহীহুল জামে ৬০০৪) আর যদি সে মানুষের কথা তাদের অজ্ঞাতে শুনে তাদের ক্ষতি করার জন্য সে কথা অন্যের নিকটেও পৌঁছে দেয়, তবে সে গুপ্তচরের পাপের সাথে সাথে চুগলী করার পাপেরও ভাগীদার হবে। আর চুগলখোর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর উক্তি হল,

(( لايدخل الجنة قتات )) رواه البخاري

অর্থাৎ, "চুগলখোর কখনোও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী)

## প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ

পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ তাঁর মহান গ্রন্থে প্রতিবেশী সম্পর্কে অসীয়ত করে বলেন,

{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً} (النساء:٣٦

অর্থাৎ, "আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক কর না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক গর্বিতজনকে।" (সূরা নিসাঃ ৩৬) প্রতিবেশী মহান অধিকারের দাবী রাখে বিধায় তাকে কষ্ট দেওয়া হল হারাম জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। আবু শোরাইহ (রাঃ) থেকে মার্ফু সনদে বর্ণিত যে,

(( والله لا يؤمن، والله لايؤمن، والله لايؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه )) رواه البخاري

"আল্লাহর শপথ! সে মূ'মিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মূ'মিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মূ'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" (বুখারী) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি অসাল্লাম প্রতিবেশীর প্রশংসা করাকে ও তার নিন্দা করাকে যথাক্রমে তার প্রতি অনুগ্রহের ও তার অনিষ্টের মানদন্ড নির্ণয় করেছেন। যেমন, ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল যে, আমি প্রতিবেশীর ভাল করলাম, না মন্দ করলাম, এটা জানার উপায় কি? তিনি বললেন,

(( إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٢٣

"যখন তোমার প্রতিবেশীদেরকে "তুমি অনুগ্রহ করলে" এ কথা বলতে শুনবে, তখন জানবে তুমি ভাল করেছ। আর যখন তোমার প্রতিবেশীদেরকে "তুমি মন্দ করলে" বলতে শুনবে, তখন জানবে তুমি মন্দ করেছ।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬২৩) প্রতিবেশীকে বিভিন্ন আকারে কষ্ট দেওয়া হয়। যেমন, উভয়ে শরীক এমন দেওয়ালে তাকে খুঁটি গাড়তে না দেওয়া, অথবা তার বিনা অনুমতিতে উহার (দেওয়ালের) উপর কোন কিছু নির্মাণ করে (তার বাড়িতে) সূর্যের তাপ ও হাওয়া আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া,

কিংবা তার ঘরের দিকে জানালা খুলে তার গোপনীয় জিনিস দেখার জন্য উঁকি দেওয়া, বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী শব্দের দ্বারা কষ্ট দেওয়া, যেমন, দরজা খট্‌খটানোর শব্দ ও চিৎকার ধ্বনি, বিশেষ করে শোয়ার ও আরাম করার সময়, অথবা তার সন্তানাদিদের মারধর করা এবং নোংরা আবর্জনা তার দরজার সামনে নিক্ষেপ করা। আর এই আচরণ যদি একেবারে নিকটের প্রতিবেশীর সাথে করা হয়, তবে পাপ আরো বড় ও দ্বিগুণ হবে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি অসাল্লাম বলেন,

(( لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره.. لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره))

رواه البخاري

অর্থাৎ, "মানুষের দশজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করার অপরাধ প্রতিবেশীর একজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করার অপেক্ষা হালকা। অনুরূপ (প্রতিবেশী ছাড়া) অন্য দশ বাড়ি থেকে চুরি করার অপরাধ প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে চুরি করার চেয়ে হালকা।" (বুখারী) অনেক বিশ্বাসঘাতক রাত্রে তার প্রতিবেশীর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এবং তার বাড়িতে প্রবেশ করে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। সে ধ্বংস হবে কিয়ামতের দিনের কঠিন আযাব দ্বারা।

## ক্ষতিকর অসীয়ত

'কেউ যেন কারো ক্ষতি না করে, তারও যেন কোন ক্ষতি না হয়' এটা হল শরীয়তের এক সুমহান নীতি। যেমন শরীয়ত স্বীকৃত উত্তরাধিকারদের, বা তাদের কাউকে (বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত

করে) ক্ষতি না করা। যে এই রকম করবে, সে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর (নিম্নের) ধমকের আওতায় পড়বে,

(( من ضارّ أضرّ الله به، ومن شاقّ شقّ الله عليه )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٣٤٨

অর্থাৎ, "যে অপরের ক্ষতি করবে, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন। আর যে অপরকে কষ্ট দেবে, আল্লাহ তাকে কষ্ট দেবেন।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬৩৪৮) আর কোন ওয়ারেসীনকে তার বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অথবা কোন ওয়ারেসীনের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট অধিকারের বিপরীত অসীয়ত করা, কিংবা এক তৃতীয়াংশের অধিক অসীয়ত করা হল ক্ষতিকর অসীয়তেরই প্রকারসমূহ। আবার যেখানে মানুষ শরীয়তী ফয়সালার সামনে নিজেকে নত করে না এবং যেখানে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা হয়, সেখানে প্রাপক তার আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয় না। বরং সেই অবিচারমূলক অসীয়তই কার্যকরী হয়, যা উকিলের তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে। তাদের জন্য ধ্বংস নিজেদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের জন্য ধ্বংস নিজেদের উপার্জনের জন্যে।

## পাশা ও দাবাজাতীয় খেলা (Backgammon)

মানুষের মাঝে প্রচলিত অনেক খেলা বহু হারাম কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে একটি খেলা হল পাশা ও দাবাজাতীয় খেলা। মানুষ এই খেলা আরম্ভ ক'রে আরো অনেক হারাম খেলার প্রতিও

অগ্রসর হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই খেলা থেকে নিষেধ দান করেছেন। তিনি বলেন,

(( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দাবা ও পাশাজাতীয় খেলা খেলে, সে যেন তার হাতকে শূকরের মাংসে ও উহার রক্তে রঞ্জিত করে।" (মুসলিম) অনুরূপ আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله )) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ٦٥٠٥

অর্থাৎ, "যে দাবা, পাশা খেলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফারমানী করে।" (আহমদ, সহীহুল জামে ৬৫০৫)

## মূ'মিনকে এবং এমন কাউকে অভিসম্পাত করা যে এর উপযুক্ত নয়

অনেক মানুষ রাগান্বিত হলে নিজের জিভকে কাবু রাখতে পারে না। তাই তাড়াতাড়ি অভিসম্পাত করে বসে। আর সে অভিশাপ করে মানুষকে, চতুষ্পদ জীব-জন্তুকে, অনড় পদার্থকে এবং দিন ও সময়কে। বরং কখনো সে নিজেকে ও নিজের সন্তানাদিদেরকেও অভিসম্পাত করে। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে লানত করে। অথচ এটা বড় অন্যায় ও বিপজ্জনক জিনিস। আবু যায়েদ সাবেত বিন যাহহাক আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-

হি অসাল্লাম বলেছেন,

(( ومن لعن مؤمنا فهو كقتله)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "মু'মিনকে অভিশাপ করা, তাকে হত্যা করার মত।" (বুখারী) আর এই কাজটা মহিলাদের দ্বারা বেশী হয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, মহিলাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহের অন্যতম কারণ হল খুব বেশী অভিশাপ করা। অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে না। এর থেকেও বড় বিপদ হল, যার প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে, সে যদি এর উপযুক্ত না হয়, তবে তা অভিশাপকারীর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হয়। ফলে সে তখন নিজের উপরেই অভিসম্পাতকারী এবং নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরকারী বিবেচিত হয়।

## রোদন করা

কোন কোন মহিলাদের উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে মৃত ব্যক্তির গুণ বর্ণনা ক'রে রোদন করা এবং মুখে মারা, কাপড় ফাড়া ও চুল ছিঁড়া ইত্যাদি হল, বড় বড় অন্যায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত জিনিস। কেননা, এতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি অসন্তুষ্টির প্রকাশ পায় এবং বিপদের সময় ধৈর্যহারানোর শামিল হয়। এই কাজ যে করে তার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অভিশাপ করেছেন। যেমন, আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

(( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور )) رواه ابن ماجة

অর্থাৎ, "সেই মহিলার প্রতি আল্লাহর লানত যে খামচিয়ে মুখমন্ডল রক্তাক্ত করে, আর যে বুকের কাপড় ফাড়ে এবং যে ধ্বংস ও বিপদ কামনা করে।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৫০৬৮) আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ))

رواه البخاري

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি বিপদের সময় নিজের গালে চপেটাঘাত করবে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে মাতম করবে এবং জাহেলী যুগের মানুষের ন্যায় কথাবার্তা বলবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (বুখারী) অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرَب)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "(মৃতের জন্য ) বিলাপ করে ক্রন্দনকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে, কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার তৈরী পরিধেয় এবং দস্তার তৈরী জামা পরিয়ে উঠানো হবে।" (মুসলিম)

## মুখমন্ডলে মারা ও দাগা

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুখমন্ডলে মারতে এবং দাগতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম) অনেক পিতা এবং শিক্ষক ছেলেদেরকে শাসন করার প্রয়োজনে মারাকালীন হাত ইত্যাদির দ্বারা তাদের মুখমন্ডলে মারে। অনেক মানুষ তাদের ভৃত্যদের সাথেও অনুরূপ করে। এতে যেমন রয়েছে সেই মুখমন্ডলের অবমাননা, যদ্দ্বারা আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন, তেমনি এর দ্বারা মুখমন্ডলে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে অনুতপ্ত হতে হবে, আবার বিনিময়েরও দাবী করা যেতে পারে।

জীব-জন্তুর মুখমন্ডলে দাগার অর্থ এই যে, উহার মুখমন্ডলকে এমন দীপ্তিমান চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা, যাতে প্রত্যেক মনিব স্ব স্ব জানোয়ারকে চিনতে পারে, অথবা হারিয়ে গেলে যেন তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এটা হারাম কাজ। কেননা, এতে মুখমন্ডলকে বিকৃত করা হয় এবং পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদি কেউ এই বলে হুজ্জত করে যে, এটা তাদের বংশের প্রথা এবং পার্থক্যসূচক চিহ্ন, তবে মুখমন্ডল ছাড়া অন্য কোন স্থানে দাগতে পারে।

## শরীয়তী কারণ ছাড়াই কোন মুসলমানের অপর মুসলমানের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বন্ধ রাখা

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা শয়তানের চক্রান্তসমূহের অন্যতম চক্রান্ত। অনেকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শরীয়তী কারণ ব্যতীতই টাকা-পয়সা নিয়ে মতানৈক্যের কারণে, বা সামান্য ব্যাপারে তাদের মুসলিম ভাইদের

সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখে। আর এই সম্পর্ক ছিন্নতা বছরের পর বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কখনো শপথ করে যে, তার সাথে কথা বলবে না এবং মানত করে যে তার বাড়িতে প্রবেশ করবে না। পথি মধ্যে তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর কোন মজলিসে তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে তাকে বাদ দিয়ে তার সামনের ও পিছনের লোকদের সাথে কেবল মুসাফাহা করে। এটাই হল মুসলিম সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ার কারণসমূহের অন্যতম কারণ। তাই শরীয়তের বিধান এ ব্যাপারে খুবই কঠোর এবং শাস্তিও বড় কঠিন। যেমন, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار)) رواه أبوداود وهو في صحيح الجامع ٧٦٣٥

অর্থাৎ, "কোন মুসলমানের জন্য তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা হালাল নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী বিছিন্ন অবস্থায় থাকে এবং এই অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।" (আবু দাউদ, সহীহুল জামে ৭৬৩৫) আর আবু খারাশ আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه )) رواه البخاري في الأدب المفرد

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর যাবৎ সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, সে যেন তাকে হত্যা করল।" (ইমাম বুখারী

হাদীসটি তাঁর "আদাবুল মুফরাদ" নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন।) মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য এই শাস্তিই তো যথেষ্ট যে, সে মহান আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(( تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أو أركوا (يعني أخروا) هذين حتى يفيئا )) رواه مسلم

অর্থাৎ, "প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় আমল পেশ করা হয়। প্রত্যেক মুমিনকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তবে যে ব্যক্তির তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা থাকে, তাকে ক্ষমা করেন না। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, এই দুজনের ব্যাপারটি ততক্ষণ পর্যন্ত রেখে দাও, যতক্ষণ না তারা পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠিত করে নেয়।" (মুসলিম) তবে যে দুজনের মধ্যে বিবাদ, তাদের একজন যদি তাওবা করতে চায়, তাহলে সে তার সাথীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সালাম করবে। এই রকম করার পরও যদি তার সাথী মুখ ফিরিয়ে নেয়, (অর্থাৎ, তার সালামের উত্তর না দেয়) তবে সালামকারী গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেই গুনাহগার হবে। যেমন আবু আইয়ুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম বলেছেন,

((لايحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام )) رواه البخاري

অর্থাৎ, "কোন মূ'মিন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন মূ'মিন ব্যক্তিকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করে থাকা জায়েয নয়। এদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এদের উভয়ের মধ্যে সেই-ই উত্তম যে আগে সালাম করে।" (বুখারী) তবে যদি সম্পর্ক ছিন্নতা কোন শরীয়তী কারণের ভিত্তিতে হয়, যেমন, নামায ত্যাগ করা, অথবা অশ্লীল কাজ অব্যাহতভাবে করতে থাকা, আর যদি মনে করে যে, সম্পর্ক ছিন্নতা অন্যায়ে জড়িত ব্যক্তির জন্য উপকারী সাব্যস্ত হবে, সে সঠিক পথে ফিরে আসবে, কিংবা তার অন্তরে ভুলের অনুভূতি সৃষ্টি হবে, তাহলে তাকে পরিত্যাগ করে রাখা অপরিহার্য হবে।কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করার ফল যদি হয় আরো বেশী বেশী অন্যায়ের দিকে ফিরে যাওয়া এবং তার অবাধ্যতা, পলায়নপরতা ও বিরুদ্ধবাদিতা বৃদ্ধি পাওয়া, তবে তাকে ত্যাগ করে রাখা জায়েয হবে না। কেননা, এতে শরীয়তী উদ্দেশ্য তো সাধিত হবেই না, বরং এতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পাবে এবং সে আরো বিগড়ে যাবে। অতএব এ ক্ষেত্রে তার প্রতি অনুগ্রহ করতে থাকা এবং তাকে উপদেশ দেওয়া ও বুঝাবার চেষ্টা করাই হল শ্রেয়।

পরিশেষে বলি, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে কতিপয় প্রচলিত হারাম জিনিসকে আমি আমার সাধ্যানুসারে একত্রিত করেছি। আমরা মহান মালিকের পবিত্র ও সুন্দর নামের অসীলায় তাঁর নিকট এমন

ভয়-ভীতির কামনা করছি, যা আমাদের ও তাঁর অবাধ্যতার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী হবে এবং তাঁর নিকট এমন আনুগত্যের তৌফীক কামনা করছি, যা আমাদেরকে তাঁর জান্নাতে পৌঁছে দেবে। হে আল্লাহ! আমাদের পাপকে মোচন করে দাও এবং আমাদের কাজে-কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লঙ্ঘিত হয়েছে, তা ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তোমার হালাল বস্তুই যেন আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়, তোমার নিকট হারাম এমন জিনিসের যেন আমরা মুখাপেক্ষী না হই এবং তোমার অনুগ্রহই যেন আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। হে আল্লাহ! আমাদের তাওবাকে কবুল কর এবং আমাদের পাপকে ধুয়ে দাও। নিশ্চয় তুমি সর্ব শ্রোতা ও দোআ গ্রহণকারী। (আ-মীন)

وصلى الله على النبي الأمي محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

١/٨/١٤٢٢هـ

# أخي الكريم وأختي الكريمة

ندعوكم للمشاركة في إنجاح أعمال المكتب وتحقيق طموحاته من خلال إسهامكم بالأفكار والمقترحات والدعم المادي والمعنوي.

**فلا تحرم نفسك الأجر بالمشاركة في دعم أعمال المكتب**

## الدال على الخير كـ... فاعله

| م | إسم الحساب | رقم الحساب | غرض الحساب |
|---|---|---|---|
| ١ | التبرعات العامة | ١٩٥٦٠٨٠١٠١٠٢٠٠٧ | خاص بتسيير أعمال المكتب كمثل رواتب الدعاة والعاملين وخدمات أخرى |
| ٢ | تبرعات المكتب | ١٩٥٦٠٨٠١٠١٠٦٥٥٢ | خاص بطباعة الكتب والمطويات وغيرها |
| ٣ | تبرعات الزكاة | ١٩٥٦٠٨٠١٠١٠٨١٣٧ | خاص بأصناف الزكاة |
| ٤ | مقر المكتب | ١٩٥٦٠٨٠١٠١٣٣٥٥٦ | خاص بتشييد مباني المكتب |

الحساب الموحد لجميع حسابات المكتب (١٩٥٦٠٨٠١٠٢١٠٠٠٨) لدى مصرف الراجحي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
هاتف [illegible] E.mail : Sultanah22@hotmail.com

ردمك: 9960-864-12-X